











# କ୍ଷମଜନ୍ମା

ଶ୍ରୀଅଧିନ ନିଯୋଗୀ

ଡେଭେନହାମ ଏଣ୍ଡ କୋଂ  
କଲିକାତା

দীপালীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টো-  
পাধ্যায়ের আন্তরিক উৎসাহে ও তাগিদে এই গল্প  
লিখিত এবং ধারাবাহিক ভাবে দীপালীতে প্রকাশিত  
হয়

এর প্রত্যেকটি অধ্যায় এক একটি সম্পূর্ণ গল্প ।  
অনেকগুলি গল্পের প্লট পেয়েছি আমার অভিন্ন-হৃদয়  
বন্ধু—তরুণ বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মণ্মথ রায়ের  
কাছ থেকে ।

বন্ধুবর নির্মল গুহ এর প্রকাশের ভার গ্রহণ  
করেছিলেন এবং এর মুদ্রণ সৌষ্ঠবের দিকে বিশেষ  
দৃষ্টি দিয়েছিলেন ।

তঁাকে সাহায্য করেছেন মাসপয়লা সম্পাদক  
বন্ধুবর ক্ষিতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

# ক্ষণজন্মা

এক

চৌধুরীদের বাড়ীতে আজ সকাল থেকে দলে দলে  
লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

হ্যাঁ, কারণ আছে বই কি।

নইলে—একসঙ্গে এতগুলো লোকের এত কোতূহল  
কেন ?

আমরা কিন্তু এর যথার্থ কারণ এরই মধ্যে বাড়ী  
ভেতর থেকে জেনে এসেছি।

বৃদ্ধ বয়সে চৌধুরী-গিন্নির নাকি ছেলে হ'বে।

একটি মাত্র মেয়ে—তার বিয়ে হ'য়ে গেলে—এত  
বড় সংসারে—বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

পুত্রাম নরকের ভয়ে চৌধুরীর নিটোল গৌরবর্ণ  
চেহারা দিনকে—দিন চুপ্‌সে যাচ্ছিল—ঠিক এই সময়  
সুসংবাদ !

কাজেই লোকজনের ভীড় একটু হ'বে বৈ কি !



## ক্ষণজন্মা

সাতদিন আগে থেকে—সলতে পাকাতে পাকাতে  
পিসিমার বেতো হাঁটুতে ব্যথা ধরে গেছে।

চৌধুরী মশায়ের ছোট ভাই নিশি, কল্‌কাতায় আই,  
এ, পড়ে—রবি ঠাকুরের ‘নটীর পূজা’ অভিনয় দেখে



অবধি তাকে ‘ওরিয়েণ্টালের’ বাতিকে ধরেছে। সন্ধ্যার  
মুখে কোথেকে এক রাশ পদ্ম নিয়ে এসে হাজির।

নিশি উঠোন থেকে হাঁক দিয়ে বলে, রাণু, শিগ্‌গীর  
আয়—এই পদ্মগুলো আঁতুড় ঘরের চারদিক দিয়ে  
সাজিয়ে দেবো। ধোকা যখন হ'বে—একেবারে ভূর্-  
ভূরে পদ্ম-গন্ধ পেয়ে অবাক হ'য়ে যাবে!—না, তুই

## ক্ষণজন্মা

হাসিস্নে—স্বর্গে নন্দন-বনের পারিজাতের গন্ধ শোকার  
অভ্যাস—! তা' পদ্ম-গন্ধও নেহাৎ মন্দ লাগবে না—  
কি বলিস ?

রাণু কি একটা ছেলেদের মাসিকপত্র ওল্টাচ্ছিল,  
মুখখানা তুলেই বলে, আমি এখন পার্বোনা—ছোট  
কাকা—

নিশি রেগে উঠে বলে, কেন কি কচ্ছি তুই ওখানে  
বসে বসে ?

রাণু অবাক হ'বার ভান্ করে বলে, বা—রে—তা-ও  
জাননা ? তিন বছরের পুরাণো “সন্দেশ” এক সঙ্গে করে  
—ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম দেখছি—

এবার নিশির অবাক হ'বার পালা ! বলে, কেন রে  
ধাঁধার উত্তর দাতা দিয়ে তুই কি করবি ?

গিন্নি-বাম্নির মতো মুখ করে রাণু বলে, কি করব ?—  
তা তুমি বুঝবে কি ? খোকার একটা চমৎকার নাম  
রাখতে হ'বে না ?

নিশি হো-হো করে হেসে উঠল ! তাই বুঝি তুই  
ধাঁধার উত্তর দাতার নাম খুঁজে বেড়াচ্ছি ?

কোঁস্ করে উঠে রাণু বলে, তা বেড়াবো না'ত কি ?  
সেকেলে—যা-তা একটা বাজে নাম'ত রাখতে পারিনে !

## কগজমা

নিশি বলে, আচ্ছা রাণু, ধোকা না হয়ে যদি খুকু হয় ? রাণু মাথা হুলিয়ে বলে, ইস !—গগকঠাকুর ওবেলা এসে—হাতগুণে বাবাকে বলে গেছে—এবার হ'বে—ধোকা—একটি টুকটুকে—মেলিন্সফুডের মতো ধোকা ।

নিশি বলে, তার চাইতে এক কাজ কর না—ম্যাট্রিকুলেশানের গেজেট আনিয়ে নে না—

রাণু কাগজগুলো ফেলে লাফিয়ে উঠে বলে, সত্যি আনিয়ে দেবে ছোট কাকা ?

নিশি বলে, বয়ে গেছে আমার গেজেট খুঁজতে !  
দল্লুম আমি এখন পদ্ম সাজাতে !

পিসিমা হাঁ—হাঁ—করে ছুটে এসে বলে, একি কচ্ছিস নিশি ?

নিশি আপন মনে পদ্ম সাজাতে সাজাতে বলে, ও তুমি বুঝবে না—‘ওরিয়েণ্টাল অ্যাটমস্ফিয়ার’ তৈরী কচ্ছি—

পিসিমা মুখ বেঁকিয়ে বলে, ছাই কচ্ছ ! পদ্মের গন্ধ পেয়ে সাপ আসবে যে ! কি দৃষ্টি ছেলেরে বাপু—একটা অলঙ্করণে কাণ্ড না বাঁধিয়ে এরা ছাড়বে না !

ওদিকে আর এক কাণ্ড !

বাড়ীর পুরানো চাকর বংশী এক পাল ছাগলের  
গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে এনে হাজির।

রাণু ছুটতে ছুটতে এসে বললে, এ'ত ছাগল কি হ'বে  
বংশীদা—? আমি পুষ'বো।



বংশী সবাইকে ডেকে—জড় করে—পিসিমাকে  
উদ্দেশ্য করে বললে, শোন পিসিমা, খোকাকে কিন্তু  
মাইয়ের দুধ খাওয়াতে দেবো না—

পিসিমা চোখ দুটো কপালে তুলে বললে, সে কি  
বংশী?—তার জন্তে কি তোরা মাংস-ভাতের ব্যবস্থা  
কচ্ছিস?

## ক্ষণজন্মা

মাথা নেড়ে বংশী বলে, না পিসিমা না। খাবে  
ছাগলের দুধ ; আর কিচ্ছু নয়।

পিসিমা বলে, কি তুই বলিস্ ?—ছাগলের দুধ ওর  
পেটে সইবে কেন ?

বংশী বলে, না, সইবে না। আবার ! মহাত্মা গান্ধীর  
নাম শুনেছ ? মহাত্মা ছাগলের দুধ খেয়ে থাকেন।  
বুঝলে ? আমি খোকনকে এখন থেকেই মহাত্মা করে  
তুলবো। দেখবে একদিন তোমরা এই খোকনের নামে  
গোটা ভারতবর্ষ দুলে উঠবে।

ঠিক এমনি সময় অঁতুড় ঘরের ভেতর কান্না শোনা  
গেল—ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া—

পিসিমা টেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে ও রাণু, শাঁখ বাজা—  
শুধু শাঁখ নয়—বাইরেকার উঠোনে ঢাক—ঢোল—  
শানাই-ওয়ালারাও তৈরী হয়েছিল। তাদের ঐক্যতান-  
বাদনে গোটা গ্রামটা কেঁপে উঠল।

পিসিমা অঁতুড় ঘরের হাত সাতেক তাকা থেকে  
ডেকে বলে, ও—ঝি, ও—দাই—কি হ'ল ?

ভেতর থেকে জবাব এলো—খোকা গো—দিবি  
ফুটফুটে ছেলে।

রাণু উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। তার পর

## ক্ষণজন্মা

‘সন্দেশের’ পাতায় আবার ভালো করে মনোনিবেশ করলে ।

পিসিমা বলে, ও—দাই খোকার মুখে মধু দাও ।

মধু পেয়ে খোকা ভয়ানক কান্না শুরু করলে । ওঁয়া  
—ওঁয়া—ওঁয়া—

পিসিমা এগিয়ে এসে বলে, মুখে মিষ্টি পেয়ে  
খোকা কাঁদছে কেন ? দাই বলে, মধু কোথায় গো ?

পিসিমা জবাব দিলে, কেন কি দিলে ওর জিবে ?  
দাই চৈঁচিয়ে উঠে বলে—ওমা—এষে রেড়ির তেল !

—তুই—

সেই যে খোকা—রেড়ির তেলে যার মুখ মিষ্টি হ'য়েছিল, তারই আজ মুখে ভাত ।

ছোট গ্রামখানি বোধ করি এত বড় ধূমধাম জীবনে দেখেনি ।

তা ধূমধাম হ'বেই বা না কেন ? একে চৌধুরী বাড়ীর ব্যাপার, তার ওপর চৌধুরী মশায়ের শেষ ব্যয়সের ছেলে ।

একেবারে যজ্ঞি ব্যাপার বললেও চলে । হারাধন সন্ধ্যার সাত দিন আগে থেকে চৌধুরী মশায়ের এলাকার সমস্ত হাটে ঢোল দিয়ে দিয়েছে—মাছ চাই ।

আর কি রক্ষে আছে ?

সকাল থেকে বাড়ীর উঠোনে—ঝুই, কাতলা, চিতোল, বোয়ালে একেবারে ভর্তি হ'য়ে উঠেছে । তবু আসছে—ঝাঁকায়, বাঁকে এবং পিঠে চেপে—ছোট, বড়, মাঝারি—নানা রকমের মাছ ।

প্রবীণরা মাথা ঘামাচ্ছেন,—এরপর এ মূল্যে নিরামিষ আহার প্রচলিত হ'বে কিনা ।

ভট্টাচার্য্য মশায়ের তৃতীয় পক্ষের অর্দ্ধাঙ্গিনীর আবার  
মাছ নইলে মুখে অন্ন ওঠে না। তাই তাঁরই ভয় সব  
চাইতে বেশী। ভট্টাচার্য্য সরকারকে ডেকে পিঠ চাপড়ে  
বলেন—হ্যাঁ হারাধন, মুনবের নাম রাখলে বটে তুমি।  
এত মাছ একসঙ্গে দেখেছি বলে ত—

বলেই পার্শ্ববর্তী বিপিন চাটুয্যেকে ঠেলা দিয়ে বলেন  
—কী বল হে চাটুয্যে হেঁ—হেঁ—

চাটুয্যে তখন ইলিশ মাছের মুড়োর সঙ্গে কচুর শাক  
কি রকম উপাদেয় হয়—সেই গভীর গবেষণা নিয়ে  
বাস্ত ছিলেন, ভট্টাচার্য্যর হাত এড়াবার জগে মাথা নেড়ে  
বললেন, হেঁ হেঁ—তা' বৈ কী, তা' বৈ কী !

ভট্টাচার্য্য তখন হারাধনকে ডেকে চুপি চুপি বললেন,  
গোটা কয়েক পোনা পাঠিয়ে দাও না হে—আমার  
ওখানে, জান তো তোমার বৌ ঠাকুরণ মাছের আঁশ  
দিয়ে ভাত খেতে পারে।

ভট্টাচার্য্য গিল্লি যে কী পারেন এবং কী পারেন না,  
তা' হারাধন সরকারের ভাল রকমেই জানা ছিল। মাথা  
নেড়ে বললে, তা' দেবো পাঠিয়ে ঠাকুর মশায়—কত  
মাছ চিলে নিয়ে যাচ্ছে—তা বৌ ঠাকুরণ খাবেন, এ ত  
সৌভাগ্যের কথা।



## ক্ষণজন্মা

মাছ কোটার ভার নিয়েছিল, রাধু শিকদার ; আর তার সহকারীরূপে ছিল, ও পাড়ার ক্ষ্যান্ত ।

একসঙ্গে খান বিশেক আঁশ-বাঁটি উঠোনের উপর সারে সারে বসে গেছে । কোমরে গাম্ছা জড়িয়ে, হাতে ভাঁকা নিয়ে রাধু শিকদার সৰুলকার খবরদারী ক'রে বেড়াচ্ছে । আর মাঝে মাঝে ক্ষ্যান্তকে আড়ালে ডেকে কি ক'রে পুকুর ঘাটে মাছ ধোবার সময় হাত সাফাই ক'রতে হয়, তারই সহপদেশ দিচ্ছে ।

ওদিকে আবার আর এক বিরাট ব্যাপার ! নামকরণের উৎসব ।

শ্রীকৃষ্ণের শতনাম রাখবার সময় সত্যি সত্যিই একশ প্রদীপ জলেছিল কি না, আমার ঠিক জানা নেই ! মহাভারত-প্রণেতা বেদব্যাসও সে সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলে যান নি ।

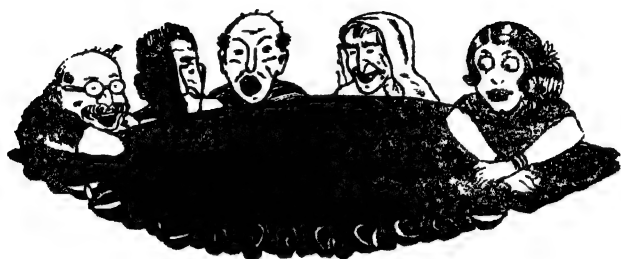
কিন্তু আমাদের চৌধুরী বাড়ীর এই নবজাত শিশুটির নামকরণের জন্ত যে প্রদীপগুলি জালানো হ'য়েছিল, তার সংখ্যা নির্ণয় করবার জন্তে সত্যি একজন সরকারের দরকার ।

এ সব বৃহৎ ব্যাপারে তা না হওয়াই তো আশ্চর্য !

স্বয়ং চৌধুরী মশাই থেকে শুরু করে—মা, ঠাকুমা,

## ক্ষণজন্মা

পিসিমা, দিদিমা, নিশি কাকু, রানু দিদি, মায় বংশী  
চাকর আর হারাধন সরকারও প্রত্যেকে এক একটি  
নামের প্রদীপ জালিয়েছে।



যে প্রদীপটি বেশী দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলবে, সেই নামেই  
নব-জাত শিশু পৃথিবীতে পরিচিত হ'বে।

রাণু পুরুত ঠাকুরের সামনে ছম্‌ড়ি খেয়ে বসে  
আছে—ও পুরুতদা আমার নামের প্রদীপটাতে ঘি বেশী  
করে দিও—ওটা কিন্তু দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলা চাই, নইলে  
কিন্তু আমি তোমার আর পাকা চুল তুলে দোবো না—

বংশী চাকরও কম যায় না। আগে থেকেই সে  
ঠাকুরকে আফিমের লোভ দেখিয়ে রেখেছে। সন্ধ্যার  
মুখে ঐ পদার্থটি না হ'লে পুরুতদার ঠিক আমেজ আসে  
না। সেদিক দিয়েও প্রলোভন বড় কম নয়।

## ক্ষণজন্মা

কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়। লোকে বলে ধর্মের ঢাক  
বাতাসে বাজে।

নাম উঠল হারাধন সরকারের। পেলবকুমারও নয়,  
গর্জ্জন সিংহও নয়—একেবারে সোজাসুজি গণেশচন্দ্র।

রাণু তপ্ত-ভাজা খেয়ের মতো ছট্কে উঠে বললে,—  
যেমন হারাধন, তেমনি আমাদের পুরুতদা—নাম হ'ল  
গোবর গণেশ! আমি বলে দিচ্ছি, ও নাম রাখা চলবে  
না—চলবে না—চলবে না। বলে, সে কোঁকড়া চুল  
দোলাতে দোলাতে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

ব্রাহ্মণের হাতের অনুষ্ঠান অস্বীকার করবার উপায়  
ত' নেই।

যাই হোক, রাণুকে বুঝিয়ে কোনো রকমে ঠাণ্ডা করে  
নামাকরণ সমাপ্ত হ'ল।

আবার মুখে ভাত নিয়ে গোলমাল।

নিশি একমাস আগে সাকরা বাড়ী থেকে রূপার  
চামচ তৈরী করে এনেছে, এই দিয়ে নাকি সে খোকার  
মুখে ভাত দেবে। সে ক্রমাগত সবাইকে শাসিয়ে  
বেড়াচ্ছে—এ আর চালাকি নয়; প্রথম থেকেই অন্ধরে  
অন্ধরে মিলিয়ে দেবো—“Born with a silver spoon in  
his mouth.”

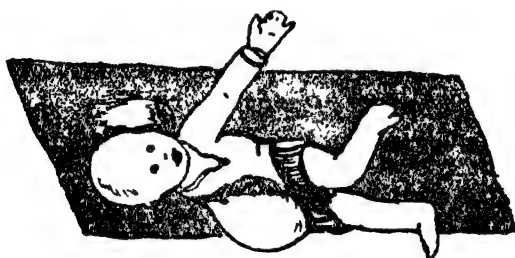
## ক্ষণজন্মা

পরে যখন খোকার জীবনী লেখা হ'বে, এ কথাটি বাদ দিলে কোনো মতেই চলবে না ।

নিশির ধনুক-ভাঙ্গা পণ । তার কাছে কেউ এগুতে সাহস ক'রলে না ।

অন্নপ্রাশনের পর খোকা ঘরে শুয়ে আপন মনে খেলা করছিল, রাগু চুপি চুপি এসে তার মুখে একটু পায়ের দিলে ।

তার খানিক বাদেই পিসি এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরে ঢুকলো । মুখে দিল একটু ঘন দুধের সর । তারপর



পেটফুলে জয়-চাক

দিদিমা, ঠাকুমা, ক্ষ্যান্ত, বংশী চাকর—সবাই আঁচলের তলায় করে কি নিয়ে ঘরে ঢোকে আর হুড়ুং হুড়ুং বেড়িয়ে আসে, পাছে কেউ দেখতে পায় !

## কণকন্যা

সন্ধ্যার মুখে চৌধুরী মশায় ছেলে দেখতে এসে  
অঁৎকে উঠলেন ।

পেট ফুলে একেবারে জয়-ঢাক ! টেঁচিয়ে বল্লেন,  
ডাক্ রামতারণ কবরেজকে শিগ্গির ।

দশটা লোক কাছা-কোঁচা সাম্লাতে সাম্লাতে দশ  
দিকে ছুটল ।

---

## —তিন—

ধোকা আর এখন তত ছোটটি নেই—

সকলকে সে আস্তে আস্তে চিনে ফেলেছে। চোখ পিট্ পিট্ করে সবাইকে দেখে নিয়ে আপন মনে কি যেন মত প্রকাশ করে। আবার হামাগুড়ি দিয়ে চলতেও শুরু করেছে। তাইতে সবার এত ভয়।

খাওয়া আর ঘুমোনার সময় মাকে কাছে না পেলে শুধু হাঙ্গামা বেঁধে যায়। বাদ বাকি সময় লোকের কোলে-কোলে চড়ে বেড়ায়।

বিমলি দাসী থেকে শুরু করে বাইরের খোঁচা-গোঁচা দাড়িওয়ালা হারাধন সরকারের কোলে যেতেও তার এতটুকু আপত্তি নেই।

যে কোলে নেবে প্রথমটা তার যুগের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকে চিনে নেয়—তারপর আচন্কা ঝাঁপিয়ে পড়ে কোল দখল করে বসে।

এই করে অন্দরে-বাইরে—গোটা চৌধুরী বাড়ীতে সে তার রাজত্ব বিস্তার করে ফেলেছে।

তার বাহন রাণু তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমোয়

## ক্ষণজন্মা

চুমোয় মুখ ভরে দিয়ে নাচাতে নাচাতে বলে—মা, বড়  
হয়ে ও নিশ্চয়ই জগৎ-জোড়া নাম কিন্বে।

মা হেসে বলেন, পাগল। তোর যেমন কথা !

পিসিমা বলে, আহা বেশী বয়সের সন্তান বেঁচে থাক  
—এর বেশী আমরা আর কামনা করিনে।

চৌধুরী মশাই বলেন, হ্যাঁ, বেঁচে থাকবে ! সেদিনকার  
রাত্রির কথা ত' এখনও ভুলিনি !

কথাটা শুনেই সকলের মুখ শুকনো হয়ে আসে ; এ  
ওর মুখের দিকে তাকায়। সকলেই জানে সে নিজে  
দোষী। কিন্তু সবাই মিলেই যে দোষী সে কথাটা কারো  
কাছে পরিস্কার নয়।

রাণু কিন্তু এসব কথায় কান দেয় না। এ ঘর ও ঘর  
ঘুর ঘুর করে ঘোরে, আর খোকাকে নাচাতে নাচাতে  
আপন মনে ছড়া কাটে—

পুঁচকে সোনা—

চন্দ্র কোণা—

ঝুন্টু সোণা টুক

আলতা গালে—

টিপ্ কপালে—

ভল্লী লালে বুক !

## ক্ষণজন্মা

সেদিন সকাল বেলা পড়াশুনা শেষ করে রাগু খাতা-  
পত্ৰ দোয়াত কলম খাটের ওপর গুছিয়ে রেখে নীচে



গেছে স্নান করতে। ফিরে এসে দেখে—একেবারে  
কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।

দোয়াত উল্টে—খাতায় কালি ঢেলে—নাকে মুখে



## ক্ষণজন্মা

মেখে ভূত সেজে “পুঁচকে সোনা” আপন মনে খিল্‌খিল্‌ করে হাসছে ।

রাগু দেখেই তার কৌকড়া চুলগুলো ছলিয়ে হাত-তালি দিয়ে উঠল । তারপর টেঁচিয়ে উঠল—ও ছোট কাকা দেখবে এসো—কি মজা হো হো হো—

চ্যাচামেচি শুনে নিশি দুটো তিনটে করে সিঁড়ি এক এক লাফে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, ষাঁড়ের মত চ্যাচাচ্ছিস কেন ? আমি ভাবলুম না জানি কি হল—

—না জানি নয়ত কি ? ঐ দেখ, বলে আঙুল দিয়ে রাগু খোকাকে দেখিয়ে আবার খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল ।

নিশি বলে, হাতে এক দোয়াত কালি দিয়ে বুঝি মজা দেখছিস ?

—বারে ? আমি বুঝি ওর হাতে কালি দিয়েছি ! দোয়াত ছিল খাটের ঐ কোণে । বলে রাগু খাটের দূরের একটা কোণ দেখিয়ে দিলে । তারপর বলে, ঐ দুফুটাই ত’ টেনে এনে কাণ্ড করেছে ।

হঠাৎ উচ্ছসিত হয়ে আবার রাগু বলে, আচ্ছা ছোট-কাকা, কালি যখন ঢেলেছে নিশ্চয়ই তখন খুব বিদ্বান হবে ।

## ক্ষণজন্মা

নিশি ঠোঁঠ উন্টে হাত দুটো ধনুকের মতো বেঁকিয়ে  
হাস্তে হাস্তে বল্লে, বিদ্বান ত' পড়লেই হওয়া যায়।  
ও হবে কবি,—রবি ঠাকুরের মতো কবি। “Born with  
silver spoon in his mouth”—সে ব্যবস্থা ত' করেই



দিয়েছি। কাজেই সাধারণ কবিদের মতো খাওয়া  
পরার ভাবনা ত' থাকবে না। কত “সোনার তরী” ওর  
কমলের ডগায় তৈরী হবে কে জানে !

## ক্ষণজন্মা

রাণু খুব খুসী হয়ে উঠল। বলে, বল কি ছোট  
কাকা, খোকা কবি হবে ? ওর লেখা কবিতা আমাদের  
ইস্কুলের সবাই সার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলবে—?  
বলেই সে গড় গড় করে শুরু করলে—

“শুধু বিষে দুই                      ছিল মোর ভূঁই

আর সবি গেছে ঋণে

বাবু কহিলেন—”

নিশি তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বলে, দূর বোকা—  
তোদের ইস্কুলে ওর কবিতা মুখস্থ বলল আর নাই বলল  
তাতে ভারী বয়ে গেছে। কবিতা লিখে ও কি পাবে  
জানিস ?

মুখে-চোখে হাসি-খুসীর বান ডাকিয়ে রাণু বলে, কি  
পাবে ? শুনি ?

নিশি বলে, পাবে “নোবেল প্রাইজ।” বলে গর্বভরে  
ঘাড়টা বেঁকিয়ে রাণুর দিকে তাকাল।

রাণু হাততালি দিয়ে উঠে বলে, ও বুঝতে পেরেছি  
—কবিদের পুরস্কার বিতরণী সভা বুঝি ? যেমন আমদা  
বাৎসরিক পরীক্ষার পর লাল সিল্কের ফিতেয় বাঁধা  
বই পাই !

নিশি তাকে আর এক ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলে,

## ক্ষণজন্মা

তুই কিছু বুঝিস নে বোকা—গোটা পৃথিবীতে তাতে যে  
কি সম্মান তা তুই বুঝবি কি ! দেশে দেশে উঠবে তার  
জয় গান—পৃথিবীর সব নাম-করা কাগজে উঠবে ছবি...  
কবিতা...কত প্রশংসাস্বরনি...

রাগু একেবারে বোকা বনে গেল। তবে সে এই  
টুকু বুঝতে পারল যে খোকা এত বড় কবি হবে যে সে  
কথা বোঝবার ক্ষমতাও তার নেই। কিন্তু এই মধুর-  
কল্পনায় তার মন ক্ষণে-ক্ষণে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

সে চোখ বুঁজে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে—পৃথিবীর  
নানা দেশ থেকে দলে দলে নানা জাতের লোক এসে  
খোকার পায়ে কত রকম উপঢৌকন দিচ্ছে—সে উপহার  
কত রকমের—কত রূপের—সেই রাশিকৃত উপহারের  
মাঝখানে খোকা তার কোল থেকে কত দূরে চলে  
গেছে—সে আর তাকে কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না...  
গর্বে, উত্তেজনায়, আবেগে, ভয়ে তার ছোট বুকখানি  
ক্ষণে-ক্ষণে কঁপে উঠতে লাগলো।

---

## —চার—

এর মাস ছয়েক পরের কথা ।

সেদিন দুপুরবেলা—খাঁ খাঁ রদদূরে যখন চারিদিক নিরুন্ম,—বাড়ীর সবাই এঘর-সেঘরে, মেঝেতে বা মাদুর বিছিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছিল—সেই সময় একটি মজার ব্যাপার ঘটল ।

হ্যাঁ, আমাদের খোকাই সে ব্যাপারের নায়ক । বলুক্ষণ আগে থেকেই তার মানান্না ভাবে, নান্না ভঙ্গিমায় তার মাসি-পিসি ও চাঁদমামাকে ( দিনের বেলা হলেও ) ডেকে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছিল—এই দারুণ দুপুরে আমাদের খোকনমণির চোখের দুটি পাতা যাতে এক হয় ।

ছড়া কাটতে কাটতে মায়ের হাত দুটো অবশ হ'য়ে এলো—চুড়ি শুদ্ধ হাতটা ক'নাৎ ক'রে খোকায় পিঠের ওপর এসে পড়ল । তারপর দেহখানা এলিয়ে দিয়ে নিজেই গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ল ।

খোকা কিন্তু মোটেই ঘুমোয় নি । মট্কা মেয়ে চুপ্টি ক'রে শুয়েছিল । মা ঘুমোতেই ছোট মাথাটা

তুলে পিট্ পিট্ ক'রে তাকালো। দেখলে—মা বেশ ভালো ভাবেই ঘুমোচ্ছে—এখন জাগবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

খাটের ওপাশে হাতের লেখা লিখতে লিখতে রাণু খাতার পাতার ওপরই শুয়ে দিবি আরামে দুপুর কাটাচ্ছে। চার হাত-পা দিয়ে খোকা আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে পড়ল।

নীচে মেঝেতে শুয়ে ক্ষ্যান্ত বি ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে নাক ডাকাচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে খোকা দেখলে দিবি থকথকে ঘন সাদা কি একটা খাবার জিনিষ মাটির খুরিতে ঢাকা রয়েছে।

এর কিছুদিন আগে ভাইফোঁটার দিন রাণুর কল্যাণে খোকার একটু মিষ্টি-দই চাক্বার স্ত্রযোগ হ'য়েছিল। খুব সামান্যই জিবে একটু লাগিয়ে দিয়েছিল মাত্র। সেই থেকে এই জিনিষটির ওপর আমাদের খোকনমণির ভারী লোভ।

সেই জিনিষ এদিন বাদে এত বেশী মাত্রায় হঠাৎ বরাতে জুটে গেল ব'লে খোকার চোখদুটো আনন্দে নেচে উঠল।

## ক্ষণজন্মা

আবার চারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলে—নাঃ কারো  
জাগবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তবু সাবধানের মার নেই—একটু খেতেই যদি  
ক্ষ্যান্ত ঝি-টা গা মোড়ামুড়ি দিয়ে জেগে ওঠে !



তাড়াতাড়ি ছোট মাথাটা সেই মাটির খুরির ভিতর  
চুকিয়ে দিলে।

তার পরই খোকনের সে কী চীৎকার !

## ক্ষণজন্মা

কান্নাকাটি শুনে আগে ভড়ম্ভড় ক'রে উঠে ব'সল  
ক্ষ্যান্ত ঝি। দেখে—কী সর্বনাশ! চুনের খুরির  
ভেতর খোকা গোটা মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

চীৎকার শুনে ততক্ষণ চৌধুরী বাড়ীতে সোরগোল  
পড়ে গেছে।

রাগু তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠল। খোকনের মা  
আচম্কা চোখ কচলে উঠে ব'সল, পিসিমা ক্ষীরের-সাজ  
তৈরী কচ্ছিল—পড়ি কী মরিচ্ ক'রে ছুটে ছুটে এসে  
দোরগোড়ায় ব'সে হাঁকতে লাগলো।

বাইরে গোবর্দন সরকার রোজকার হিসেবটাকে  
পাকা ক'রে একটু দিবানিজার ব্যবস্থার জগ্গে কল্কেটা  
খরিয়েছে—এমনি সময় এই চীৎকার!

সব চাইতে বিপদ হ'য়েছিল দারোয়ানজীর। আহা!  
এমন সাধের খৈনীটিকে একঘণ্টা ধরে দলাই-মলাই ক'রে  
তৈরী ক'রেছে—যেই নীচের ঠোঁটটা মণি ব্যাগের মতো  
খুলে ঢেলে দেবে—খোঁকাবাবুর কান্না শুনে সবটুকুন  
মাটিতে পড়ে গেল।

ততক্ষণে ক্ষান্ত ঝি খোকনকে চুনের হাঁড়ী থেকে  
টেনে তুলেছে।



## কণজন্মা

খোকনের মা রেগে অগ্নিশর্মা হ'য়ে এই মারে ত'  
এই মারে—

রাগু ছুটে এসে খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে ব'লে,  
তুমি ওর গায়ে হাত তুলতে যাচ্ছে মা, ছোটকাকা কি



বলেছে মনে নেই? ও বড় হ'য়ে কতবড় কবি হবে-  
“নভুল” প্রাইজ পাবে।

## ক্ষণজন্মা

পিসিমা খুন্তি-হাতে দোরগোড়া থেকে কোঁস করে উঠলেন, ঐ একরঙির গায়ে তুমি হাত তুলতে যাও কোন সাহসে বোমা ? না হয় একটু চুনই খেয়েছে—তুই শুনলে অবাক হ'বি রাণু, তোর পিসে পাঁঠার মূড়ি চিবিয়ে খেতো। দেখে নিস্ রাণু, ও ঠিক তোর পিসের গুণ পাবে।

এর মধ্যে তাসের আড্ডা ভেঙ্গে নিশি এসে হাজির। বলে, ব্যাপার কি ? বাড়ী শুক্কু সবাই একসঙ্গে তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে চায়, কারো কথাই শোনা যায় না—মাঝখান থেকে হল্লা বেড়ে ওঠে।

অনেক কষ্টে ঘটনাটার পাঠোদ্ধার করে নিশি বলে, এতে ব্যস্ত হবার কিছু নেই বৌদি। এ হচ্ছে আমাদের বাস্তব সাহিত্যের যুগ—জীবনে অভিজ্ঞতা সংগ্ৰহ করতে হয়। কে বলতে পারে, বড় হ'য়ে খোকাকে “চুন-কাব্য” লিখতে হ'বে কিনা ? কিন্তু যদি লিখতেই হয়, ওর লেখাই হ'বে সব চাইতে Natural—তাতে আর এতটুকু মেকী থাকবে না।

রাণু এতক্ষণ হ্যাঁ করে ছোটকাকার কথাগুলো যেন গিলছিল। এইবার মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, শুনলে মা, ফের যদি তুমি আমার খোকন সোনার গায়ে

## ক্ষণজন্মা

হাত তুলতে যাও ত' আমি কেঁদে কেটে অনর্থ করবো ।

নিশি বলে, কিছু আর দেখতে হ'বে না—দিনকে-  
দিন ওর প্রতিভার স্ফূরণ হ'চ্ছে—

ছোটবাবুর সান্ত্বনা-বাক্য শুনে চৌধুরী বাড়ীর সবাই  
হাঁফ ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললৈ ।



## —পাঁচ—

কিছুদিন বাদে ।

সেদিন রাণু খোকাকে তাদের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ সভায় নিয়ে গিয়েছিল ।

সে উৎসব-সন্ধ্যার অভিজ্ঞতায় খোকা অনেক কিছুই শিখে ফেলেছে ।

কি করে প্রথমটা হাত জোড় করে নমস্কার করে নিয়ে স্তোত্র আরতি করতে হয়—কিন্মা

“এইরূপে সিপাইরা চলে দলে দলে

এইরূপে দাঁড়িগণ দাঁড় টেনে চলে”—

কি ভঙ্গিমায় দেখাতে হয়—অথবা “প্রলয় নাচন নাচলে যখন” কি ভাবে হাত তুলে—ঘাড় বেঁকিয়ে দেহ নুইয়ে আরতি করে বেনীটাকে হুড়িয়ে দিয়ে “জটার বাঁধন খুলে” ফেলতে হয় তা আর তার জানতে বাকী নাই ।

বাড়ীতে কেউ বেড়াতে এলেই রাণু তাকে টেনে নিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় আর সে করমাস মতো একটার পর একটা কসরৎ দেখাতে শুরু করে—

## ক্ষণজন্মা

সেদিন তাদের ভোম্বল মামা এসেছিলেন—বহুদিন  
বাদে তাদের দেখতে ।

রাণু তাকে ভোম্বল মামার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে  
—একে একে সব গুণ বর্ণনা করতে লাগলো ।

তারপর চলো—ফরমাসের পর ফরমাস—যখন  
আবৃত্তি সব হ'য়ে গেল—তখন সুর হ'ল রঙ্গ কৌতুক !

রাণু বললে, আচ্ছা খোকন, সরকার মশাই কি রকম  
পেটে তেল মাখে ?

—দারোয়ানজী কি করে সুর করে রামায়ণ পড়ে ?—

কিন্মা—নেতাদি কি রকম দাঁতে মিশি দেয় ?

খোকর কিছুতেই আপত্তি নাই । একবার আদেশ  
পেলেই হ'ল ।

খানিক বাদে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় খোকন সবাইকে  
জানাতে—সকলে একসঙ্গে চোখ বুঁজলে—সে একটা  
মজা দেখাবে—

নতুনতর আনন্দের উচ্ছ্বাসে—রাণুর আগ্রহে সবাই  
চোখ বুঁজে ফেললে ।

ভোম্বল মামা তখন জল খাবার খাচ্ছিল, সে-ও রাণুর  
অনুরোধে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই মুখ নাড়তে লাগলো ।

সবাই চুপ্চাপ ! কিন্তু কি সে নতুন মজা !

## ক্ষণজন্মা

রাণু হঠাৎ চোখ খুলে ফেলতেই দেখে—খোকা পলায়নোত্তত—ভোম্বল মামার প্লেটের গোটা দুই সন্দেশ ইতিমধ্যে তার মুখে গিয়ে উঠেছে !

মজাটা যে এতদূর জমাট হ'বে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি !

সবাই একসঙ্গে হাঁ—হাঁ করে উঠল। ততক্ষণ খোকা অন্দর মহলের আগিনার সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে !

বাইরে গিয়েও কি খোকার এতটুকু সোয়াস্তি আছে ? ঢুকলো গিয়ে দারোয়ানের ঘরে ।

দারোয়ানজী পেছন ফিরে তুলসীদাসী রামায়ণখান্য গুর করে পড়ছিল। মাটিতে রয়েছে এক ঠোঙ্গা আটা। রান্ধিরে 'রোটি' পাকিয়ে খাবে। খোকা বাইরে থেকে এক খাব্‌লা বালি তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে এল।

পাশের ঘরে সরকার মশাই চাকরটাকে ডেকে বসে, খাতো বৃন্দাবন, বাড়ীর ভেতর থেকে পান চেয়ে নিয়ে আয়।

খোকন স্বেযোগ খুঁজছিল। তাড়াতাড়ি গিয়ে বৃন্দের কাঁধে চেপে বসল। বৃন্দে খোকনকে কোলে নিয়েই পান আনতে ভেতরে চলে গেল।

রাগা ঘরের দাওয়ায় বসে দুজন বি পান সাজছিল  
আর তরকারী কুটছিল।

খোকন কাউকে না দেখিয়ে চুপি চুপি কতকগুলো  
মরিচের বীচি সরকার মশায়ের পানের ভিতর মিশিয়ে  
দিলে। তারপর সেই পান খেয়ে সরকার মশায়ের  
মুখের ধরণটা কি রকম হ'বে কল্পনা করে—বুন্দাবনের  
কাঁধে বসে খিল্ খিল্ করে হাস্তে হাস্তে আবার  
বাইরে চলে এলো।

ঘটলও ঠিক তাই—

বেশ তোয়াজ করে—আধঘণ্টা ধরে টিপে টিপে  
তামাকটা তৈরী করে—দুটো  
পান মুখে দিয়ে 'সুখ' টান  
দিতে যাবে—হঠাৎ সর-  
কার মশাই চোখ দুটো বড়  
করে—জিব্‌টা বাইরের দিকে  
ঠেলে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা হা  
করে ফেলেন !

তারপর বৃন্দেকে এই মারে  
ত' এই মারে ! সে বেচারী  
এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানে না। শুধু



## ক্ষণজন্মা

জোড়হাত করে ক্যাল্ ক্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে ।  
তারপর সরকার মশাই চটে গিয়ে যখন বলে, তোর  
চাকরী যাবে হারামজাদা—সে তাড়াতাড়ি তার পা



খোকা মজা দেখে আর হাত তালি দিয়ে আপন  
মনে হাসে ।

দুটে জড়িয়ে ধরে বলে, আমি নই সরকার মশাই—পান  
সেজেছে—ভৈরবী কি !



## ক্ষণজন্মা

তক্ষুনি ভৈরবী ঝির তলব পড়ল ।

সরকার মশাই চোখ দুটো লেডিকিনির মতো করে  
বলে, বয়েস যতই বাড়ছে ততই তোর ভীমরতি হ'চ্ছে  
ভৈরবী । কাজ করতে ইচ্ছে না হয় ছেড়ে দিলেই  
পারিস্ ।

ভৈরবী ত' একেবারে হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি  
—বলে, সরকার মশাই আমি নিজের হাতে পান ধুয়ে  
...এনেছি—

কিন্তু সরকার মশাইয়ের মুখের জ্বলুনি ত' তাতে  
কমে না । জিভ বের করে—রদুয়ে-বসা কুকুরের  
মতো শুধু ল্যা—ল্যা করে—!

খোকা মজা দেখে আর হাত তালি দিয়ে আপন  
মনে হাসে ।



—ছয়—

সেদিন সন্ধ্যা বেলা ছাদে মাদুর বিছিয়ে চৌধুরী মশাই সেকলে নবাবী ধরণের গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন ; হঠাৎ কি একটা দরকার পড়তে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন ।

ফিরে এসে দেখেন ছাদে কেউ কোথাও নেই—  
গুণধর খোকনবাবু দিব্যি গড়গড়ার নলটা নিয়ে টানছে  
আর ধোঁয়ার ধমকে থক্ থক্ করে কাশছে ।

চৌধুরী মশাই চেষ্টামেচি করে রাণুকে ডেকে বলেন,  
—ওরে রাণু তোর গুণধর ‘নভুল’ প্রাইজওয়ালা  
ভাইয়ের কীর্তি দেখে যা—

রাণু ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে এসে খোকনের কাণ্ড  
দেখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল । তারপর চৌধুরী মশাইকে  
বল্লেন, দেখ বাবা—তোমাকে খেতে দেখেই ত’ ও এসব  
ছুফ্টুমী শিখেছে—

চৌধুরী মশাই অবাক হয়ে বলেন, তবে কি তোর  
শাসনে বৃদ্ধ বয়সে তামাক খাওয়াও ছেড়ে দেবো ?

মুখখানা কাল বোশেখীর মেঘের মতো কালো করে

## ক্ষণজন্মা

রাগু জবাব দিলে, তা তুমি ছেড়ে দাও, বা না দাও—  
কিন্তু ওর সামনে আর কক্ষনো খেতে পারবে না, তা বলে  
দিচ্ছি।



খোকনবাবু গড়গড়ার নলটা নিয়ে টানছে আর ধোঁয়ার  
ধমকে থক থক করে কাশছে।

চৌধুরী মশাই বলেন, তোর দিখিজয়ী ভাইকে তুই  
চোখে চোখে শাসনে রাখলেই পারিস। তারজন্মে

## ক্ষণজন্মা

যে রাজ্য শুধু লোক খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে থাকবে  
এ রকম রাজ্য-ছাড়া আবদারও ত কোথাও শুনিনি  
বাপু—

রাণু এক হ্যাঁচকা টানে খোকনের মুখ থেকে গড়-  
গড়ার নলটা ফেলে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন,  
আর শোনো বাবা—দিন দিনই ওর মাথায় দুর্ফুমী বুদ্ধি  
গজাচ্ছে, তুমি ওর জন্মে একটা মাফটার ঠিক করে  
দাও।

ততক্ষণে পিসিমা পাখা হাতে এসে সমস্ত দিনের পর  
ছাদে দাঁড়িয়েছেন।

অবাক হয়ে তর্জ্জনী গালে ঠেকিয়ে বলেন, ওমা  
অবাক করলি। ওইটুকুন ছেলে মাফটারের বেত খেলে  
কি আর বাঁচবে?

রাণু ফোঁস করে উঠে বলেন, হ্যাঁ, মাফটার এলেই বুঝি  
বেত চালাবে? দেখবো সে কেমন মাফটার আমার  
খোকনের গায়ে হাত দেয়! আর মাফটারের ভয়ে ও  
মুখ্য হ'য়ে থাকবে নাকি?

চৌধুরী মশাই সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন দিয়ে বলেন, হ্যাঁ,  
বটেই ত! নইলে রাণুর দিগ্বিজয়ী ভাই 'নভুল' প্রাইজ  
পাবে কি করে!

## ক্ষণজন্মা

রাগু চুল ছলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চোখটা ঘুরিয়ে বলে,  
হ্যাঁ পাবেই ত, তখন দেখে নিও—‘আমি খোকনের বাপ’  
বলে সবার কাছে পরিচয় দিয়ে বেড়াও কিনা—বলে  
হুম হুম করে পা ফেলতে ফেলতে খোকনকে শুদ্ধ মায়ের  
কাছে গিয়ে হাজির হ’ল।

চৌধুরী গিন্নি সব শুনে বলেন, মাফটার আসবে কিরে  
বোকা মেয়ে ! আগে হাতেখড়ি হোক !

রাগু মাথা চুলকে ভাবলো তাইত। এত বড় কথাটা  
তার একবারও মনে আসেনি। খোকনের হাতেখড়ি  
‘সে ত’ না হলেই চলবে না ! ওর হাতেখড়ি যে কতবড়  
একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার—রাগু আর নিশিবাবু ছাড়া  
কে বুঝবে !

কিন্তু মুন্সিল এই যে, নিশিও কলকাতায় চলে গেছে !  
এমন কেউ নেই যে তার সঙ্গে বসে দুদণ্ড পরামর্শ করে।

রাগুর ইচ্ছে হচ্ছিল—‘হু’ হাতে নিজের চুল ছেঁড়ে  
কিন্মা বসে আপন মনে খুব খানিকটা কাঁদে।

এমন একদিন আসবে—যেদিন ওর জীবনী লেখার  
প্রয়োজন হ’বে—তখন খোকনের এই হাতেখড়ির ঘটনা  
সোনার জলে যে লেখা থাকবে না তাই বা কে বলতে  
পারে !

## ক্ষণজন্মা

যাই হোক—খোকার হাতেখড়ির দিন স্থির হল !  
সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের আয়োজনেও চৌধুরী বাড়ীর লোক-  
জনদের রাতের ঘুম বিসর্জন দিতে হল ।

অনুষ্ঠানের আগের দিন রাত্তিরে ছাদের ওপর  
মাদুর পেতে—চৌধুরী মশাই বাড়ীর সবাইকে নিয়ে  
বসলেন উৎসবের তালিকা তৈরী করতে ।

গড়গড়ার নলটা থেকে ফুরুৎ ফুরুৎ ধোঁয়া ছাড়তে  
ছাড়তে বল্লেন, ওরে রাণু তোর দিগ্বিজয়ী ভাইকে নীচে  
ঝির কোলে দিয়ে আয়, নইলে আমার তামাক খাওয়া  
দেখে ও যদি ফের নল টানতে শুরু করে ত' শাসন করবি  
তুই আমাকেই ।

রাণু চোখ দুটোকে কম্পাসের কাঁটার মতো ঘুরিয়ে  
নিয়ে মুখ কামটা দিয়ে বল্লেন, তোমার ঐ এক কথা  
বাবা—আমি বল্লুম খোকার ভালোর জন্তে, থাক,—  
আমারো আর এখানে থেকে দরকার নেই,—

এই বলে যেই মুখখানাকে কমলা লেবুর মতো গোল  
এবং উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ টোল-খাওয়া গোছ করে  
উঠে যাবে—চৌধুরী মশাই চট করে তার বেগীটা ধরে—  
ষোড়ার লাগামের মতো টেনে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, বোস

## ক্ষণজন্মা

পাগলি, ঘটা করে ত ভাইয়ের হাতেখড়ি দিচ্ছিস—  
কিন্তু বাচ্চি আসবে কি ? ব্যাণ্ড ত ?

নিশিকাকার কাছে উপদেশ শুনে শুনে রাগুর  
ওরিয়েণ্টালের দিকে ভারী ঝাঁক ।

নাকের ডগার ছুঁচালো ভাগটা কুঁচকে চোখটাকে বন্ধ  
করে বলে, মাগো আজকাল ব্যাণ্ড নাকি আবার কেউ  
বাড়ীতে আনে !

. চৌধুরী মশাই টাকে হাত বুলিয়ে বলেন, না, আনে  
না ! তোর মুখে ভাতের সময় হুঁদল ব্যাণ্ড এসেছিল ।

২. রাগু চোখ দুটোকে বড় করে বলে, কী সর্বনাশ,  
তাতেও আমার কানে তাল লাগেনি । ওসব নয় ।  
আসবে রশোন-চৌকি । দিব্যি সকাল বেলা শানায়ের  
তানে ঘুম ভাঙবে । যেখানটায় ওর হাতে খড়ি হবে  
আমি এমন চমৎকার আল্পনা দিয়ে ওরিয়েণ্টাল ধরণে  
সাজিয়ে দেবো—কি কি চাই জানো ?

আত্মপল্লব—কাশফুল, বরণডালা, মঙ্গল কলস, পদ্ম-  
পাতা, ক্ষীরের প্রদীপ । সে সব আমার খাতায় লেখা  
আছে ।

হ্যাঁ রাগুর মতানুসারে সব ওরিয়েণ্টাল ধরণেই  
প্রস্তুত হ'ল ।

## ক্ষণজন্মা

ঠাকুরঘরে চৌধুরী গিনি নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজোর সমস্ত জিনিষপত্র ঠিক ঠাক করে বেরিয়ে এসে রাণুকে বল্লেন, যাতো মা, খোকনকে ধরে নিয়ে আয়—বাইরে কোথায় কার কাছে রয়েছে। ভালো কাপড়-জামা



পরিয়ে কপালে চন্দনের টীপ দিয়ে ঠাকুরঘরে নিয়ে যেতে হবে।

রাণু ছুটলো খোকাকে খুঁজে আনতে। চৌধুরী বাড়ীর উৎসব, যজ্ঞি ব্যাপার বললেও চলে। লোকজন গিস্ গিস্ কচ্ছে।



## ক্ষণজন্মা

কিন্তু রাণু আর খোকনকে খুঁজে পায় না। চারদিকে সোয়গোল পড়ে গেল। লোকজনের চ্যাচামেচি, আত্মীয়-স্বজনের ব্যস্ততা—পিসিমার বুক কাটা চীৎকার। মাছ নিয়ে একদল মেছুয়া এসেছিল—সরকার মশাই জাল নিয়ে তাদের জলে নামিয়ে দিলে—যদি পুকুরে গিয়ে থাকে।

চৌধুরী গিন্নি মাথা কুটতে কুটতে ঠাকুর ঘরে গিয়ে 'আছাড় খেয়ে পড়লেন।

কিন্তু হঠাৎ কোণের দিকে নজর পড়তেই তাঁর আর্তনাদ বন্ধ হ'য়ে গেল।

ঠাকুর ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে—রাণুর দিগ্বিজয়ী ভাই। সেই সঙ্গে দেখা গেল নৈবেদ্যের ওপরকার বড় মর্ত্তমান কলাটি অন্তর্হিত।



## —সাত—

অনেক খুঁজে পেতে একটি ভালো মার্টার রাখা হ'ল। গরীব, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক—অনেক ব্যয়স হ'য়েছে, দিন রাত্তির বাসায় থাকবে—খোকনকে ও ছুঁবেলা পড়াবে।

রাগু সরকার মশাইকে সহরে পাঠিয়ে খুব রঙ-চঙা দেখে একখানা বর্ণ পরিচয় কিনে দিলে। খোকা তাই বগলে করে ছুঁবেলা মার্টারের কাছে গড়তে যায়।

প্রথম দিন সমস্ত সকালটা ধরে মহা আড়ম্বর করে মার্টার মশাই বক্তৃতা দিয়ে শ্লেটে এঁকে, দেয়ালে দাগ কেটে অ আ লিখিয়ে দিলে। আসবার সময় বলে দিলে কাল সকাল বেলা আবার জিজ্ঞেস করবে।

পরদিন সকাল বেলা রাগু খোকনকে ঘুম থেকে তুলে জামা কাপড় পরিয়ে মার্টারের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

মার্টার মশাই চা খেতে খেতে বললে, বের করত' খোকন 'অ—আ'র পাতাটা—

খোকন কেবল পাতাই উন্টে চলেছে! মার্টার মশাই তার হাত থেকে বই নিয়ে বললে, অত ওঁটাচ্ছ কি

—দাও আমি বের করে দিচ্ছি। কিন্তু খুলেই দেখে  
অবাক্ কাণ্ড ! গোটা বইটার ভেতর ‘অ—আ’র পাতাটাই  
নেই !

বলে, কি খোকা—‘অ—আ’র পাতা কৈ ? খোকন  
ঘাড় বেঁকিয়ে বলে, কালকে ও পড়া হ’য়ে গেছে কিনা—  
তাই পাতাটা ছিঁড়ে ফেলেছি—আজকে নতুন পাতা  
পড়ব মাস্টার মশাই !

সঙ্গে সঙ্গে মাস্টার মশায়ের চা খাওয়া বন্ধ হ’য়ে গেল  
—শুধু মাথা নেড়ে বলে, হুঁ ।

অনেক ভেবে চিন্তে—বিলেতে ছেলেদের কি ভাবে  
Training দেয় সেই সব বই পড়ল লাইব্রেরীতে উল্টে  
পাল্টে মাস্টার মশাই খোকনের জন্যে পাকা রুটীন করে  
দিয়েছে ।

সকাল বেলা উঠেই হাত মুখ ধুয়ে স্তোত্র আবৃত্তি  
করতে হ’বে—তারপর খোলা ছাদে কিছুক্ষণ ব্যায়াম  
অভ্যাস করে দেহটাকে হাক্কা করে নেওয়া—

তারপর সূর্য্য ওঠবার আগেই গিয়ে বই খুলে—অ  
আ—ক—খ শিখতে হ’বে । রুটীনের কথা শুনে রাগ খুব  
খুসী ।

ভাবলে এই ভাবে লেখা পড়া শিখলে দু’দিনে ও সব

দ্রুত বুদ্ধি ভুলে গিয়ে ভালো ছেলে হ'লে উঠবে। কিন্তু গোল বাঁধলো খোকনকে নিয়ে।

অত সকালে ঘুম ভাঙ্গা নিয়েই এক হুলুস্থূল বেঁধে যায়। রাণু যদি শোবার ঘর থেকে তুলে দিল ত' খোকন চুপি চুপি গিয়ে ঠাকুমার বালাপোষের তলায় আশ্রয় নিলে।

রাণু খুঁজতে গেলে পিসিমা ধমকে দেয়।—এত সকালে বাইরে বেরিয়ে আবার ঠাণ্ডা লাগুক আর কি—

কিন্তু এবেলা রাণু একেবারে শক্ত মেয়ে। ভাইকে লেখা পড়া শিখিয়ে একেবারে ‘বিছা দিগ্গজ’ করে তুলতে হ'বে। সেখানে ত' মায়া মমতা করলে খোকনেরই ক্ষতি—

সে একেবারে সোজা চৌধুরী মশায়ের কাছে গিয়ে নালিশ জানালে। তখন থেকে ব্যাপার হ'ল এই যে চৌধুরী মশাই নিজেই বাইরে বেরুবার সময় খোকনকে তুলে এনে একেবারে মার্কার মশায়ের হেপাজতে ছেড়ে দেন।

এইবার খোকনের সত্যি বিপদের পালা।

## ক্ষণজন্মা

কিন্তু তার ছোট মাথার মগজটির ভেতর “দুষ্টু বুদ্ধির  
মোচাক” জমে উঠেছিল।



আচমকা তার চাদরটা ধরে টেনে বন্ধে—

অনেকক্ষণ পাইচারী করে বার দুই মেনীটার ল্যাজ  
ধরে টেনে—বাইরে গিয়ে কোন ফাঁকে সরকার মশায়ের

## ক্ষণজন্মা

টিকিতে একটা জবা ফুল বেঁধে দিয়ে ও বুদ্ধি বাৎলে ফেলে।

পরদিন খুব ভোরে, বোধকরি রাত তখন তিনটে হ'বে—আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে উঠে মাফ্টার মশায়ের ঘরে গিয়ে হাজির। তারপর আচম্কা তার চাদরটা ধরে টেনে বলে, উঠুন মাফ্টার মশাই—স্তোত্র পাঠ শেখাবেন না ?

মাফ্টার মশাই আগের দিন রাত একটা পর্য্যন্ত জেগে পড়াশুনো করেছে। ঘুমে তখন তার চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু কি আর করে! খোকনের তাড়ায় বিছানায় উঠে বসে চোক কচলে—বলে—আচ্ছা আজ চাগক্য শ্লোক বল—

“বিভ্রতঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্য কদাচন”—কিন্তু হঠাৎ টেবিলের ওপরকার ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই আঁৎকে উঠে বলে, য্যা—এযে রাত তিনটে—!

তার পরদিন সকাল বেলা।

মাফ্টার মশায়ের এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল। খোকন তা জানতো। যেই জামা কাপড় পরে বেরুবে কোথেকে শ্রীমান খোকন ছুটতে ছুটতে এসে বলে,

মাষ্টার মশাই—আমি ক, খ—আর A B C D একসঙ্গে  
শিখবো—এই যে দিদি বই আনিয়ে দিয়েছে, আপনি  
আমায় শিখিয়ে দিন না—এই বলে জামার ভেতর থেকে  
একখানা A B C Dর  
বই বের করলে।

তখন বারান্দায়  
বসে চৌধুরী মশাই  
গড়গড়ায় তা মা ক  
খাচ্ছেন। না করবার  
উপায় নাই। মাষ্টার  
মশাইকে বাধ্য হ'য়ে  
জামা ছেড়ে—A B  
C Dর বই নিয়ে  
বসতে হ'ল—



তারপর আর কি  
ঘটল আমরা জানিনে,  
কিন্তু চতুর্থ দিন

রাত্তিরে মাষ্টার মশাই চৌধুরী মশাইকে গিয়ে বলে,  
আমায় আপনি রেহাই দিন—আমি আর পড়াতে  
পারবো না—

চৌধুরী মশায়ের হাত থেকে গড়গড়ার নল ধসে পড়ল। বল্লেন, কেন, কেন ?

মাথা চুল্কে মাফ্টার জবাব দিলে, আজ্ঞে আমার জুবিধে হচ্ছে না—

চৌধুরী মশাই বল্লেন, তা—তবে আপনার মাইনেটো ?

মাফ্টার মশাই হাত জোড় করে বল্লেন, আজ্ঞে মাইনেতে আমার দরকার নেই।

রাগু সব কথা শুনে বল্লেন, খোকনকে পড়ানো ত' যে সে মাফ্টারের কাজ নয়। ওর মাফ্টার ঠিক করে দেবে নিশি কাকু। আমি চিঠি লিখে দেবো। কল্‌কাতা থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

খোকন তখন থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কোঁকলা দাঁতে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে—





## —আট—

তারপর বেশ কিছুদিন পরের কথা ।

এর ভেতর চৌধুরী বাড়ীর খোকার মগজ ও দেহ ষষ্ঠের রকমে বেড়ে উঠেছে এবং তারি ফলে সে হ'য়ে উঠেছে একটি দলের পাণ্ডা ।

মাথায় নিত্য নূতন ফন্দী বের করে ঢুফু মী করতে তার জুড়ি মেলা দায় ।

বোধ করি তখন বোধে জ্যৈষ্ঠি মাস । সন্ধ্যা বেলা মাঠের খেলা শেষ হবার পর খোকা তার সান্ন-পান্ন নিয়ে বড় সড়কের ধারে একটি বটগাছের তলায় বসে দিবি মজলিস জমিয়ে তুলেছে !

খোকার মন্ত্রী গদাই বলে, এখন যদি একটা করে ডাব মেলে তবে বোধ করি আমি স্বর্গে যেতেও চাইনে ।

সবাই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে, গদাইয়ের বুদ্ধি নেই একথা তার অতি বড় শত্রুতেও বলবে না ।

কিন্তু তারপর উঠলো দুটি প্রশ্ন—ডাব মিলবে কোথায়—আর আনবেই বা কে ?

খোকা বলে, আনার কথা পরে, কিন্তু কোথায়

## ক্ষণজন্মা

পাওয়া 'যাবে—সম্প্রতি সেইটে জানতে পারলেই যে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো।

ফটকে ফোড়ন দিয়ে বলে, ডাব আছে—এবং বেশ নেয়াপাতি ডাবই আছে আমার সন্ধানে—কিন্তু বাড়ীর লোকের কাছে চাইলে যে মিলবে এমন ত' মনে হয় না—

খোকা বলে, চাইতেই যে হ'বে তার কি মানে আছে? কিন্তু কোথায় আছে সেইটেই শুনি না—

ফটকে আঁৎকে উঠে বলে, তবেই হ'য়েছে—। সেখান থেকে না বলে আনবার ক্ষমতা রাখে—সে রকম একটি বীরকেও ত' দেখতে পাচ্ছিনে—

বিশু বট গাছের গুড়িতে একটা চাপড় মেরে বলে, ভগিতা রাখ্ ফটকে—কার বাড়ীতে আছে সেইটেই আগে খুলে বল্ না—

ফটকে ঠোঁট উন্টে তাচ্ছিল্যের ভাবে বলে, আরে আছে ত' উত্তরপাড়ায় গণেশদের দরদালানের পেছন দিককার নারকেল গাছে, কিন্তু সে ডাব আনবে কে শুনি?

গদাই বলে, আনবো আমরা। বেশ দিব্যি সন্ধ্যার আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে—

## ক্ষণজন্মা

হো—হো করে হেসে উঠে কটকে বলে, তবেই হয়েছে—

এইবার খোকা দাঁড়িয়ে উঠে বলে, কিন্তু না হ'বারই বা কারণ কি শুনি ?

কটকে চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, ওরে বাবা—  
ওদের বাড়ীর যে নাকখ্যাদা বুলডগ্ !

সে নাকখ্যাদাকে সামলাবো আমি, চল সবাই—বলে  
খোকা এগিয়ে চলো। দল শুদ্ধ সবাই তার পেছন  
পেছন—এগিয়ে গেল।

\*

\*

\*

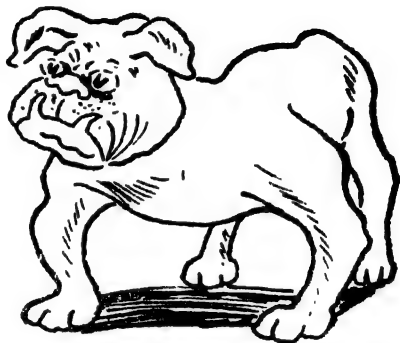
এরই মধ্যে সন্ধ্যে বেশ ঘনিয়ে এসেছে। খোকাকে  
দলপতি করে—একদল দুর্দান্ত ছেলে উত্তরপাড়ার ঝোপ  
জঙ্গল থেকে গণেশদের বাড়ীর পেছন দিকে গিয়ে হাজির  
হ'ল।

কিন্তু খানিকটা এগোতেই কটকের কথাই কলে  
গেল। নাকখ্যাদা—বিকটাকার এক বুলডগ্, এমন  
ভাবে হুমকী দিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো যে প্রত্যেকের  
প্রাণই বুঝি খাঁচা-ছাড়া হয়।

মুহূর্তের মধ্যে খোকার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল।  
সে দলের আর সবাইকে ডেকে বলে, দেখ আমি

## ক্ষণজন্মা

গণেশের সঙ্গে দেখা করে—তাকে আগলে রাখবো—  
আর তোরা এই কাঁকে ডাব নিয়ে পানাবি বুঝ্‌লি ?  
খোকায় কথা শেষ হ'তে না হ'তেই কতকগুলো মাথা  
ঝোপের ভেতর  
আত্মগোপন করলে  
—আর খোঁকা  
টেঁটিয়ে ডাকলে—  
ওরে গণেশ, তোর  
কুকুর কি আমায়  
বাড়ী ঢুকতে দেবে  
না ?



হাঁক ডাক শুনে গণেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে  
খোকাকে পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে ! সঙ্গে সঙ্গে  
গঁদা-নাক বুলডগ্‌ও শাস্ত হ'য়ে গণেশের পায়ের কাছে  
বসল ।

খানিক বাদেই বাইরে শব্দ শুনে খোঁকা বুঝ্‌লে—  
দলবল বেরিয়ে এসে ওঠবার ব্যবস্থা কচ্ছে ।

সেই সঙ্গে ওর ভয় হ'ল, যদি কোন রকম আভাস  
পেয়ে গণেশ বাইরে বেরিয়ে বুলডগ্‌কে লেলিয়ে দেয়  
তবেই সর্বনাশ ।

## ক্ষণজন্মা

কিন্তু মাথা খোকার চিরদিনই সাক্। অনেক ভেবে চিন্তে—গণেশকে আটকে রাখবার জন্তে সুরু করলে ভূতের গল্প।

গণেশ এমনেই ভয়ানক ভীতু। তারপর সন্ধ্যার আঁধারে গল্প যখন বেশ জমে উঠল—বাইরে শোনা গেল—ডাব পড়বার ধুপ্—ধাপ্ শব্দ। শব্দ শুনে গণেশের মুখটাও অনেকটা খাঁদা-নাক বুল্ডগের মতো হ'য়ে উঠলো। চুল গুলো আপনা আপনি ঝাড়া হ'য়ে সজারুর কাঁটার আকার ধারণা করলে—মুখ দিয়ে শুধু বেরুতে লাগলো—ভূ—ভূ—ভূ—ভূ—.....

ততক্ষণে গদাই একলাই একটা নারকেল গাছ খালি করে ফেলেছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল দু'মিনিট বাদেই বিস্তর বিখ্যাত শীষ্ দেওয়ার শব্দ শুনে!

খোকা বুঝলে—কাজ শেষ, এখন এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব হ'বে না—বলে, গণেশ, অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে—এইবারে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়।

গণেশ তার হাতটা চেপে ধরে বলে, ভাই তুই আমাকে একলা ফেলে পালাবি।

খোকা যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে এই রকম ভাণ

## ক্ষণজন্মা

করে বলে, কিন্তু ভাই গণেশ আমাকে ত' এই বন  
জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাড়ী ফিরতে হ'বে—। দিদি  
যদি টের পায় ত' আমায় আর আস্তো রাখবে না।



তারপর তার পিঠ্ চাপ্ড়ে বলে, তোর ভয় কি ?  
ও বুলডগের কাছে এগোয় কার সাধ্য !

## ক্ষণজন্মা

বুলডগের নামে গণেশের সাহস খানিকটা কিরে  
এলো—সে ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে ।

ততক্ষণ ধোকা বেরিয়ে এসে দলের সঙ্গে জুটেছে ।

তারপর গণেশদের বাড়ীর ঘাটলায় বসে সবাই মিলে  
কি করে এক কাঁদি ডাবের সদগতি করলে, সে কথা  
খুলে না বললেও বেশ বোঝা যাবে ।

পরদিন বারোয়ারী তলায় গ্রামের মাতব্বরদের সে  
কি তুমুল আন্দোলন ! এ গ্রামে ভূতের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে  
বহু প্রাচীন গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু ভূত এসে সন্ধ্যা  
বেলা ঘাটলায় বসে ডাব খেয়ে গেছে—এ সংবাদ  
একেবারে অভিনব ।

গণেশের বাবা বলে, কি বল্‌ব চক্কোত্তি খুড়ো—ঠাকুর্দা  
ঐ গাছের ডাব বড্ড ভালোবাসতো ।

চক্কোত্তি হুকোয় একটা সুখটান দিয়ে বলে, বাবাজী  
আমিও তাই বল্‌ব বল্‌ব মনে কচ্ছিলাম, তুমি গয়ায় গিয়ে  
একটা পিণ্ডিরই ব্যবস্থা করে এসো ।

গণেশের বাবা-মাথা নেড়ে বলে, হুঁ ।

—নয়—

গ্রামে যাত্রা হ'চ্ছে ।

যাত্রায় যারা সং সাজছে তারাই ত' গ্রামের ছেলে  
বুড়ো সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে ; কিন্তু যারা সং সাজছে  
না তারাও কেউ বড় কম নয় । উত্তর পাড়ার শেতল,  
দক্ষিণ পাড়ার গণেশ, মধ্য পাড়ার অটল বিহারী—তা  
ছাড়া কুঞ্জ, হরেকেষ্ট, জগাই, নরহরি, তারিণী,—এরা ত'  
সবাই আছেই ।

আর এই বিরাট বাহিনীর দলপতি হ'চ্ছেন চৌধুরী  
বাড়ীর খোকা ।

আজ কালীবাড়ী, 'নরমেধ যজ্ঞ'—সান্ধো পাঙ্গ কারো  
চোখে ঘুম নেই । কাল বোষ্টম বাড়ী 'রাবণ বধ' পালা  
—দলটি সন্ধ্যার আগেই ঠিক এসে জুটেছে !

আর অসীম এদের ধৈর্য্য । সামিয়ানা টাঙ্গানো  
থেকে শুরু করে—দলপতি যখন ঘন ঘন করতাল বাজিয়ে  
—শ্রীকৃষ্ণের যুগল মিলনের পর যাত্রা ভেঙ্গে দেয়—তখন  
পর্য্যন্ত এরা মুখ ধানাই করে সমস্ত কথা যেন গিলতে  
থাকে ।



## ক্ষণজন্মা

এক একটা পালা শেষ হ'য়ে যায় এক এক রাত্রেই কিন্তু তার জের চলে—সাতদিন ধরে!— রাজা কি রকম তরোয়াল ঘুরিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ঝাড় লগ্নন ভেঙ্গে দিয়েছিল—বিদ্রবকের প্রকাণ্ড তাকিয়ার মতো ভুঁড়ি কি করে ছুটে গিয়ে হঠাৎ খুলে গিয়েছিল—কিন্মা পাট করতে করতে বড় রাণী কখন রাজার সিংহাসনের আড়ালে গিয়ে লুকোতে দুটো টান দিয়ে এলো—এই সব মুখরোচক গল্প,—বারোয়ারী তলায়, খেলার মাঠে, ইস্কুলের ক্লাসে এমন কি খেতে বসে পর্যন্ত চলতে থাকে এবেলার পর ওবেলা—আজকের পর কালকে ।

হরেকেষ্ট আর শেতলের সঙ্গে এই নিয়ে ত' সেদিন স্নাতিমত মারামারিই হ'য়ে গেল ।

হরেকেষ্ট বলেছিল, যে লোকটা পা থেকে মাথা অবধি চাদর মুড়ি দিয়ে নল্লবের প্রেতাত্মার অভিনয় করেছিল—সেই আবার সেজেছিল নারদ—সে নাকি চাদরের ফাঁক দিয়ে তার পাকা দাড়ি আর সাদা জটা দেখতে পেয়েছিল ।

শেতল তার জবাবে বলে, তা কঙ্কণো নয়—ও সাদা দাড়ী নল্লবেরই । প্রেতাত্মা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—দাড়ী গোঁক কামাবে কখন ? তারপর আর কথা কাটাকাটি

## ক্ষণজন্মা

হয়নি—একেবারে হাতাহাতি শুরু। কার যে জয় হ'য়েছিল তা অবশ্য জানা যায়নি, কিন্তু শোনা গেছে—হরেকেষ্টর একটি দাঁত ভেঙ্গে গেছে—আর শেতল এখন খুঁড়িয়ে হাঁটে।

\* \* \* \*

তা সে যাই হোক—যাত্রার দল ত'পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল—কিন্তু যাত্রার ভূত এসে চাপ্পল—চৌধুরী বাড়ীর খোকার ঘাড়ে আর সেই সঙ্গে তার সাজ পাঙ্গদের পিঠে।

অনেক হৈ-হল্লা করে স্থির হ'ল—ছেলেরা যাত্রা করবে—‘রাবণ-বধ’ পালা।

স্থান-নির্ব্বাচনও সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গেল। নরহরিদের বাড়ীখানা—গ্রাম ছাড়িয়ে একটু আলাদা। বেশ নিরিবিলি—লোক জনও বিশেষ কেউ নেই! বুড়ো বাপ বাতের রোগী ঘরেই চুপ চাপ পড়ে থাকেন—বাইরে বড় একটা বেরোন না।

সেই খানেই ইস্কুল পালিয়ে গ্রামের যত ছেলের হ'ল আস্তানা।

দিন রাত চল যাত্রার মহল্লা। দলের ভেতর শেতলই সব চাইতে ঢংসাজ। পা ত নয় যেন দুটো তাল গাছ।

## ক্ষণজন্মা

খোকা বলে, তাকে হনুমানের পাটে নামতে হ'বে।  
শেতল ত' শুনে খুব খুসী। তারপর দিন থেকে মায়ের  
ট্রাক্সের যত পুরাণো গ্যাকড়া চুরি করে নিয়ে এসে তাই  
জড়িয়ে জড়িয়ে দিন রাত শুধু হনুমানের ল্যাজই তৈরী  
কচ্ছে'।

তারপর ঘনিয়ে এলো—যাত্রার আসল দিনটি।  
কেউ সজ্জেছে রাম—কেউ লক্ষ্মণ—কেউ সূৰ্পণখা—কেউ  
রাবণ—কিন্তু সব চাইতে মানিয়েছে হনুমানকে। হাঁ,  
ল্যাজ একখানা তৈরী করেছে বটে !

সীতা-হরণ-টরণ হ'য়ে যাবার পর—শ্রীরামচন্দ্র দূত  
করে লঙ্কায় পাঠালেন হনুমানজীকে সীতার খবর নিয়ে  
আসতে।

হনুমান অশোক বনে সীতার খবর নেবে, তারপর  
স্নর্গলক্ষা পুড়িয়ে দিয়ে আবার সাগর পাড়ে চলে যাবে।  
এই হ'চ্ছে দৃশ্যটি।

শেতল আগে থেকে তৈরী হ'য়েই ছিল। আর খোকা  
এসে সময় মত—ল্যাজে দিলে এক বোতল কেরোসিন  
ঢেলে। কুঞ্জ পাশে দাঁড়িয়েছিল—দেশলাইয়ের কাঠি  
ল্যাজে একটু খরিয়ে দিতে যা সামান্য বাকী ! তারপর  
সুর হ'ল হনুমানের লক্ষা-দাহন পর্ব। সেই লক্ষা লক্ষা

## ক্ষণজন্মা

তাল গাছের মতো পা নিয়ে শেতল—একবার এদিক—  
আর একবার ওদিক লাফাতে শুরু করলে।



বাড়ীর উঠোনে—ছিল যত খড়ের গাদা। দেখতে  
দেখতে সব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

## কৃষ্ণজন্মা

নরহরির বাবা কোনো দিন ঘরের ভেতর থেকে বেরোন না। কিন্তু সেদিন সেই বেতো শরীরে হঠাৎ যেন লাঞ্ছা হাতীর বল ফিরে এলো। আগুন দেখে ভদ্রলোক তাঁর সেই বিরাট বপু নিয়ে লাফিয়ে বাইরে নেমে এলেন। তারপর সামনেই হনুমানকে দেখতে পেয়ে তার ঠ্যাং দুটো ধরে ফেলে এমন ভাবে বোঁ-বোঁ শব্দে ঘোরাতে শুরু করলেন যে, আগুনের চাইতেও তা হ'য়ে উঠলো ভয়ানক।

ব্যাপার দেখে খোকা ছুটে এসে বলল, ওকি কচ্ছেন—আমাদের পালার নাম যে “রাবণ বধ”—হনুমানকে অমন করে ঘোরাচ্ছেন কেন? ওদিকে রাবণ যে পালায়—

চোখ দুটো বড় করে, নরহরির বাবা বললেন, হু—। এ পালার নাম ‘রাবণ বধ’ নয়—এর নাম ‘হনুমান হত্যা’—বলেই যে রকম করে তিনি আবার শেতলের ঠ্যাং দুটো ধরে ঘোরাতে লাগলেন—তাতে কেউ আর এক দণ্ডও সেখানে দাঁড়াতে সাহস না করে—যার যার লম্বা পায়ের সদব্যবহার শুরু করলে।

—দশ—

হনুমান-হত্যা পালার কথা যখন গোটা গাঁয়ে রটনা হ'য়ে গেল—তখন অভিভাবকেরা একদিন দল বেঁধে ইস্কুলে গিয়ে মাস্টারদের জানিয়ে এলেন,—আপনারা ছেলেদের কিছু দেখেন না। নইলে এতগুলো ছেলে—ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে দুপুর বেলা এই রকম যাত্রা করে বেড়ায়।

হেডমাস্টার মশাই—তারপরই একদিন ছুটির পর—গোটা ইস্কুলের মাস্টারদের লাইব্রেরী ঘরে ডেকে নিয়ে সব কথা খুলে বল্লেন। তারপর জানিয়ে দিলেন—এখন থেকে ছেলেদের কড়া শাসনে রাখতে হ'বে। নইলে এদের দেখাদেখি সমস্ত ইস্কুলটা যদি বিগড়ে যায় ত'লজ্জার আর অবধি থাকবে না।

সেই থেকে সব মাস্টারদের দুপুর বেলার ঘুম বন্ধ হ'য়ে গেল।

কেদার পণ্ডিতের আফিমের খাত। দুধ আর আফিম খেয়ে খেয়ে—বেশ নেয়াপাতি ধরণের চমৎকার একটি

ভুঁড়িও গড়ে উঠছে। দুপুর বেলাটায় পড়াতে পড়াতে তাঁর মাথাটা কেমন যেন আপনা থেকেই চেয়ারের পেছন দিকে ঝুকে পড়ে। তারপর গাঁকের তলাকার বিরাট মুখটা হাঁ হ'য়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা এবং সেই বিস্ফারিত মুখের ভেতর দিয়ে যে ধ্বনি বেরুতে থাকে—তা, তাঁর বেশ স্তনিদ্রারই পরিচয় দেয়।

কিন্তু এই যে নাক ডাকা—সে যেমন আজ্ঞাবাহী ঠিক তেমনি সজাগ।

কোন রকমে হেডমাস্টারের একটু পায়ের আওয়াজ পেয়েছে কি—অমনি এক লহমায় ডাক গেছে বন্ধ হ'য়ে চোখ হ'য়েছে বিস্ফারিত—দুই চোঁটের ভিতরকার বিরাট গহ্বরও মুহূর্তের মধ্যে ভরাট হ'য়ে গেছে।

কিন্তু আবার হেডমাস্টারের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই যে সেই!

ছেলেরা বলাবলি করত—কেদার পণ্ডিত স্বয়ং-সিদ্ধ পুরুষ। কখন নাক ডাকাতে হ'বে, কখন হ'বে না—তা উনি ঘুমের ভেতরও টের পান। ভবিষ্যৎদর্শী লোক।

কিন্তু গোলমাল বাঁধল একদিন এই ভবিষ্যৎদর্শীর ক্লাসেই। সেদিন ছিল সংস্কৃতির পড়া।

## ক্ষণজন্মা

পণ্ডিত মশাই খোকাকে বোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে  
বল্লেন,—নর শব্দের রূপ লেখ্ ।

তারপর খোকা লিখ্ লিখ্ না—তা' দেখ্ বার  
আগেই পণ্ডিত মশাইর ষাড়টা চেয়ারের পেছন দিকে  
ঝুলে পড়ল—এবং সেই সঙ্গেই তাঁর আজ্ঞাকারী নাক  
জানিয়ে দিলে—পণ্ডিত মশাই ঘুমিয়েছেন এবং নাক  
জেগে উঠেছে ।

খোকা কিন্তু নর শব্দের রূপ লিখ্ লিখ্ এবং তা' বাদেও  
কয়লা দিয়ে পণ্ডিতের সাদা জিনের কোটের পিছনে কি  
লিখে শান্ত শিষ্ট ছেলেটির মতো নিজের জায়গায় এসে  
বস্ ল ।

ক্লাস শেষ হ'য়ে গেলে ঘণ্টার শব্দে পণ্ডিত মশায়ের  
ঘুম ভেঙ্গে গেল ।

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে চেয়ারের হাতলে বাঁধা  
উড়ানি চাদরটা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলে চৌঁচা  
দৌড়ুলেন—প্রথম শ্রেণীর দিকে । সে ঘণ্টায় ওদের  
বাঙ্ লা পড়াতে হ'বে ।

ক্লাসে ঢুকতেই সেখানে চাপা হাসির রোল উঠল ।  
একটি ছেলে তার পাশে বসা বন্ধুকে খাক্কা দিয়ে পণ্ডিত  
মশায়ের পিঠটা আজুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ।



## ক্ষণজন্মা

কাঁপা কাঁপা বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—“আমি  
যুমুই কিন্তু নাক জাগে !” পণ্ডিত মশাই উঠে দাঁড়িয়ে  
বোর্ডে কিছু লিখতে গেলেনই একটা হাসির ঢেউ গোটা  
ক্লাসের উপর দিয়ে বয়ে যায়। কিন্তু আবার সামনে  
কিরতেই সব চুপ্‌চাপ।



পণ্ডিত মশাই টেকো মাথায় হাত বুনিয়ে কিছুতেই  
তার কারণ খুঁজে পান না।

সে ঘণ্টা শেষ হ'তে পণ্ডিত মশাই লাইব্রেরী ঘরে  
এসে আপন মনে হ'কো টানতে লাগলেন কিন্তু—

ভতকণে গোটা ইস্কুলের মাফটারের ভীড় জমে গেছে—  
তার পেছন দিকে। সেকেণ্ড পণ্ডিত—কোঁকলা দাঁতে  
কিৎ করে হেসে বলেন, বলি ও কেদার দা এ কি—  
পিঠের ওপর কি আজকাল বিজ্ঞাপন খুলোতে শুরু  
করলে ?

হুঁকোটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে পণ্ডিত মশাই  
বলেন, কি রকম—কি রকম ?

অাঁকের মাফটার মশাই তাঁর গৌফ জোড়াটা নেড়ে  
বলেন, আহা অত কথার দরকার কি দাদা, বারো শ’  
সালের জিনের কোটটা খুলেই ফ্যাল না—

সকলের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হ’য়ে পণ্ডিত মশাই তাড়া-  
তাড়ি কোটটা খুলে ফেলেন।

সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই সেটা তার হাত থেকে লুকে  
নিয়ে টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিলেন।

সবাই চক্ষু বিস্ফারিত করে পড়লে—

“আমি ঘুমুই কিন্তু নাক জাগে”

সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই—“ভেটার নারী” ডোজে  
এক টিপ নস্তি নিয়ে বলেন, ভায়া, ঘুমোই সবাই কিন্তু  
তোমার মতো এমন ‘নুটিস্’ দিয়ে ত’ কারো ঘুমোনোর  
কথা শুনিনি।

## ক্ষণজন্মা

ততক্ষণে পণ্ডিত মশায়ের চোখ দুটো চর্কির মতো ঘুরতে শুরু হ'য়েছে।

—হ্যাঁ, ওই নীচু ক্লাসের ছেলেদের কাজ! আচ্ছা, আমিও কেদার পণ্ডিত—দেখে নিচ্ছি—বলেই একথানা বেত তুলে নিয়ে যেই ছুটতে যাবেন—সেকেণ্ড পণ্ডিত তাঁকে ধরে ফেলে বলেন' ভায়া রাগ চণ্ডাল; কেলেঙ্কারী কোরো না। তা'তে এই প্রমাণ হ'বে তুমি সত্যিই ঘুমিয়েছিলে! নইলে ছেলেরা লিখল কি করে? জানো ত' হেড্‌ মাস্টারের কড়া মেজাজ?

ভেবে চিন্তে হাতের বেতটাকে ফেলে দিয়ে পণ্ডিত মশাই বলেন, তাইত! কিন্তু কি কথা যায়! কিন্তু এ ক্ষুদ্রে শয়তানদের শায়েস্তা না করলেও ত' চলবে না!

তারপর হঠাৎ হ'য়েছে—হ'য়েছে বলে লাফিয়ে উঠে—খোকাদের ক্লাশের দিকে ছুটলেন। অসময়ে পণ্ডিত মশাইকে ক্লাশে ঢুকতে দেখে ছেলের দল চমকে গেল।

পণ্ডিত মশাই এসে আশ্ফালন করে বলেন—কাল—আমি শব্দ রূপের পরীক্ষা নেবো—যার একটি ভুল হ'বে—তার পিঠে চামড়া থাকবে না,—বলেই যে ধরণে এসে ঢুকেছিলেন—ঠিক সেই ভাবেই থিয়েটারের পলায়মান সৈনিকের মত দ্রুত প্রস্থান করলেন।

## ক্ষণজন্মা

এদিকে কিন্তু ব্যাপার সঙ্গীন দেখে খোকার বুকে কাঁপুনি সুরু হ'য়েছে !

কিন্তু তার মগজ চিরদিনই সাক্। তাড়াতাড়ি ক্লাশ থেকে বাইরে গিয়ে সোজা হাজির হ'ল দপ্তরী কাসেম আলির ঘরে। বলে, দপ্তরী, আমায় এক টুকরো রশুন দাও ত' বিশেষ দরকার।

দপ্তরী বই বাঁধছিল। বলে, রশুনে কি হ'বে দাদা বাবু ?

খোকা বলে, দাও না—আমার খুব দরকার।

রশুন জোগাড় করে—তারি একটা কোয়া বোগলে চেপে ধরে—খোকা কা কা রদুরে এসে দাঁড়ালে।

খুব বেনীক্ষণ দাঁড়াতে হল না—দেখতে দেখতে তার গা একেবারে গরম হ'য়ে উঠল—যেন একশ পাঁচ ডিগ্রী জ্বর।

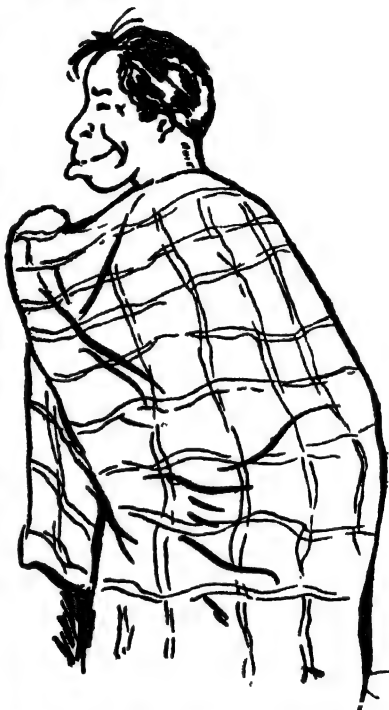
এ কন্দীটি খোকার বহুদিন আগে থেকেই শেখা। পড়াশুনোয় বিশেষ গোলমাল হ'লেই বোগলে রশুন দিয়ে মিনিট দশেক বাইরে দাঁড়াতে যা বিলম্ব। গা যেন পুড়ে যায়—এমনি তেতে ওঠে।

এবারেও সেই কন্দী করে দেহ যখন বেশ গরম হ'য়ে উঠল—তাড়াতাড়ি গায়ের চাদরখানায় বেশ

ভালো করে মুড়ি দিয়ে—সোজা হাজির হ'ল একেবারে  
হেড মার্কার মশায়ের খাস্‌ কামরায় ।

হেড মার্কার  
মশায়ের অস্থখের  
বড্ড ভয় । হাত  
দিয়ে গা দেখে  
বল্লেন, একি তুমি  
এই জ্বর নিয়ে  
এখনো ই স্কুলে  
আছ ? শিগ্‌গির  
বাড়ী চলে যাও—  
কাল আর আসতে  
হ'বে না—

ঐ টুকুই খোকার  
পক্ষে যথেষ্ট—  
পণ্ডিত মশায়ের  
পেছনে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুলে কাঁচ কলা দেখিয়ে ড্যাং  
—ড্যাং করে বাড়ী চলে এলো ।



## —এগার—

এর দিন সাতেক বাদে আর একদিন ছেলেদের ঐ নীচু ক্লাশটিতেই কেদার পণ্ডিতের রোষ চক্ষু গিয়ে পড়ল।

ক্লাশ শেষে পণ্ডিত মশাই যাবার সময় বলে গেলেন—কালকে একটা শব্দরূপ ভুল হ'লে আর কাউকে আন্তো রাখ'ছিনে।

কি জানি কেন, সেই দিনটির পর থেকে—পণ্ডিত মশাই এই ক্লাশটির ওপর একেবারে হাড়ে হাড়ে চটে গিয়েছিলেন।

অতবড় একটা দুৰ্গুণ করে কেদার পণ্ডিতের হাত এ পর্যান্ত কেউ এড়াতে পারেনি। অথচ মজা এই যে মুখ ফুটে কারো কাছে দুঃখের কথা জানাবারও উপায় নেই। সবাই ঠাট্টা করে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

হেডমাস্টার মশাইকেও এ সম্পর্কে নালিশ জানানো যেতে পারে না—যেহেতু এ থেকে পণ্ডিত মশায়ের কাজে অবহেলাই প্রকাশ পায়।

কইতেও পারিনে—অথচ সইতেও পারিনে—পণ্ডিত মশাই সম্প্রতি এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন ! এবং এই অস্থির একমাত্র দাওয়াই—যেন-তেন-প্রকারে—এই সব ক্ষুদে শয়তানদের শায়েস্তা করা । আর শায়েস্তা করতে হলেই তার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে—শব্দ-রূপ বিভীষিকা—পণ্ডিত মশাই এটা বেশ ভালো ভাবেই জানতে পেরেছিলেন ।

তাই অনেক ভেবে চিন্তে পণ্ডিত মশাই আজ আবার সেই ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করলেন ।

পণ্ডিত মশাই ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যেতেই খোকা সঙ্কলকে ডেকে বললে, কেউ যদি এমন ব্যবস্থা করতে পারে যে পণ্ডিত মশাই কাল কিছুতেই ইস্কুলে আসবেন না—অথচ সে ব্যবস্থা করার জগ্রে ক্লাশের কেউ বিপদ-গ্রস্তও হ'বে না—তবে সে সমস্ত ক্লাসের ছেলেকে যে যত খুসী পারে রসগোল্লা খাওয়াবে ।

রসগোল্লা খাওয়ার পেছনে যে এমন শক্ত ধাঁধা থাকতে পারে—তা কারো জানা ছিল না—সকলেরই মুখ আস্তে আস্তে হাঁ হ'য়ে গেল !

হঠাৎ পেছনকার বেঞ্চ থেকে রোগা-পটকা একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে, পারবো আমি এ ব্যবস্থা

## ক্ষণজন্মা

করতে—কিন্তু বাজীর কথা সবাইকার মনে থাকে যেন ।  
খাঁখা এবং তার জবাব খুঁজতে খুঁজতে সেদিন ছেলেরা  
যে যার বাড়ী ফিরে গেল ।

পরদিন বেলা দশটার সময় গায়ে সেই পেটেন্ট  
জিনের কোট ও এবং কাঁধের ওপর উড়ানিখানা চাপিয়ে



যেই পণ্ডিত মশাই দুর্গা নাম স্মরণ করে বাড়ী থেকে  
বেরিয়েছেন, অমনি—সেই রোগা-পটকা ছেলেটি আড়াল  
থেকে মুখ বাড়িয়ে এসে বলে, পণ্ডিত মশাই, হরিচরণ  
শিক্কার আপনার খোঁজে এই দিকেই আসছেন—



## কণজন্মা

রাস্তায় দেখা হ'তে আমায় জিজ্ঞেস্ করেছিলেন, আমি বলে দিয়েছি—আপনি এক্ষুনি এই পথে ইকুলে যাবেন।

হরিচরণ শিক্দারের নাম শুনেই দোৰ্দ্দণ্ড-প্রতাপ কেমদার পণ্ডিতের চোখ দুটি কপালের ওপর উঠ'বার উপক্রম হ'ল। বল্লেন, বলিস্ কিরে—তা' হলে ত' আজ আর বেরুণো হ'বে না। তুই বাছা বলে দিস্ পণ্ডিত মশাই কোথায় যেন আজ চলে গেছেন। বলেই হন্ হন্ শব্দে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লেন।

বাইরে থেকে শোনা গেল—পণ্ডিত মশাই বলচেন, —গিনি, আমি ঘরের ভেতর গিয়ে শুয়ে রইলুম। কেউ যদি এসে আমার খোঁজ করে ত' চাকরটাকে দিয়ে বলে দিও—আমি বাসায় নেই।

সেই কথা শুনে রোগা-পটকা ছেলেটি হাস্তে হাস্তে ক্লাশে গিয়ে হাজির হ'ল। ক্লাশ-শুদ্ধ ছেলে তাকে ঘিরে ফেলে বল্লে, কিন্তু হরিচরণ শিক্দারটি কে? আর তার নাম শুনে পণ্ডিত মশাই বা অমন করে লুকোলেন কেন?

হাতের বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে রোগা-পটকা ছেলেটি বল্লে, সে এক মজার ব্যাপার। ঐ হরিচরণ শিক্দার এক বড় মহাজন। ভিন্ গাঁয়ের

## ক্ষণজন্মা

লোক । মেয়ের বিয়ের সময় পণ্ডিত মশাই ওর কাছ থেকে শ' কয়েক টাকা ধার করেছিলেন—আজকে ও এয়েছে তারি তাগাদায় । কাজেই পণ্ডিত মশাই যে কোনো মতেই আজ বাড়ীর বের হ'বেন না—একথা নিশ্চিত ।

গোটা ক্লাশের ছেলে তখন উৎসবে মেতে উঠেছে ।

খোকা ছেলেটিকে ডেকে বল্লে, আচ্ছা সত্যি করে বল্...হরিচরণ শিক্‌দার কি সত্যিই আজ এয়েছে ?

ছেলেটি এইবার কিচ্ করে হেসে ফেলে বল্লে, আরে রাম বল—রসগোল্লা খেতে হ'বে মনে নেই ? আমি জান্তুম কিনা ব্যাপারটা—কাজেই পণ্ডিত মশাই বেরুতেই হরিচরণ শিক্‌দারের নাম করলাম—তখন যদি তার মুখের চেহারাটা দেখ্‌তিস্ তোরা...বলেই আপন মনে হো-হো শব্দে হাসতে লাগলো ।

খোকা এইবার বুক ফুলিয়ে এসে বল্লে, হাঁ—বলেছি যখন তখন নিশ্চয়ই খাওয়াবো । আজ দু'জন সন্ধ্যার সময় আমার সাথে যাবে—সঙ্গে থাক্বে একটা বড় হাঁড়ি । তারপর যা-যা করতে হয় সে আমি দেখ্‌বো ।

সেদিন সন্ধ্যার আঁধারে—খোকাকে সামনে রেখে

## ক্ষণজন্মা

তিনটি প্রাণী একটা বড় হাঁড়ি নিয়ে ধীরে ধীরে চোরের মত ইন্ধুলের মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

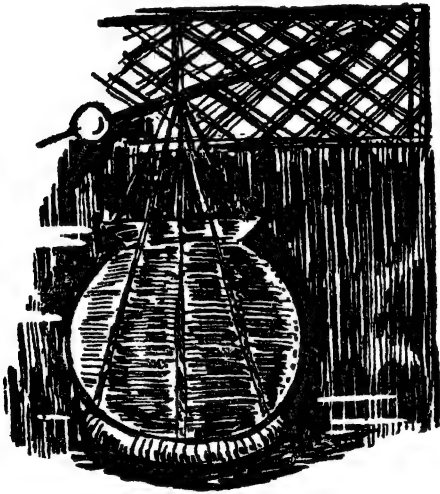
মাঠের পাশেই দামোদর ময়রার ছাপ্‌রা। দামোদর নিজের হাতে রসগোল্লা তৈরী করে, আর টিফিনের সময় ইন্ধুলে তাই নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে। ছেলেরা দামোদরের রসগোল্লা পেলে দামোদরের মত ভোজন বিলাসী হয়ে ওঠে—এমনি তার রসগোল্লার নাম ডাক। খোকা প্রকাণ্ড একটা বাথারীর সামনের দিকটা খুব ছুঁচোলো করে কেটে এনেছিল।

রোগা-পটকা ছেলেটি জিজ্ঞেস করলে, ওটা দিয়ে কি করবি খোকা?

খোকা বলে, চুপ্! তোরা দুজনে এই গাছতলায় দাঁড়া। আমি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছি—দামোদর ময়রার ছাপ্‌রার পাশেই একটা নিমগাছ সোজা ওপরে উঠে গেছে। খোকা তারি ওপরে উঠে—ঘরের সঙ্গে লাগানো একটা ডালের ওপর গিয়ে বসল। দামোদর, ছাপ্‌রার ঠিক নীচে শিকের প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি বসিয়ে রেখেছে! সেটা ভর্তী একেবারে—টাটকা গরম রসগোল্লা। খোকা একেবারে যেখানটায় গিয়ে বসেছিল—সেখানকার ঘুল-ঘুলির ভেতর দিয়ে হাঁড়িটা দেখা

## ক্ষণজন্মা

ষায়। ও করলে কি—ছুঁচোলো কাঠিটা ঘুল-ঘুলির  
ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিয়ে টকাটক রসগোল্লা বিঁধিয়ে  
বিঁধিয়ে তুলে আনতে শুরু করলে—তারপর সেইগুলো  
নীচের দিকে ছুড়ে দিতে লাগল। রোগা-পটকা ছেনেটি  
তৈরী হ'য়েই ছিল। বল যেমন করে ছেলেরা দুহাতে



লোকে...ঠিক সেইভাবেই টপাটপ্ ধরে ফেলে—হাঁড়ি  
ভর্তী করতে লাগল।

নীচে দামোদর ডিবের আলোতে বসে রামায়ণ পাঠ  
কচ্ছিল।

## ক্ষণজন্মা

ডিবে থেকে এত কালি বেরুচ্ছিল যে আলোর চেয়ে অন্ধকারের ভাগটাই ছিল স্বরের ভেতর বেশী ।

হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলো এক একটা রসগোল্লা ওপরে লাফিয়ে উঠছে—আর যুলুঘুলির ভেতর দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে !

খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখেই—তার সারা দেহে কাঁপুনি শুরু হ'ল । 'রাম—রাম' শব্দ করতে করতে—রামায়ণখানা হাত থেকে ফেলে দিয়েই বাইরে এসে যে দিকে দুচোখ যায় চীৎকার করে ছুটে নাগ'লো ।

ব্যাপার সঙ্গীন হয়ে আসছে দেখে থোকা গাছ থেকে নেমে ছেলে দুটিকে তার পিছু পিছু চলে আসতে ইসারা করে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল । ততক্ষণে হাঁড়িও ভর্তী হ'য়ে এসেছিল—ছেলে দুটি আর আপত্তি করলে না, এবং যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে—দলবলের সঙ্গে মিলিত হ'ল ।

পরদিন গোটা ইস্কুলের লোক জানতে পারলে দামোদর এক রকম ভূতুড়ে রসগোল্লা তৈরী করেছিল—যা' হাঁড়ী থেকে লাফিয়ে উঠে আকাশে উড়ে পালায় ।

সেদিন ছেলে মহলে রসগোল্লা বিক্রী বড্ড কমে গেল ।

---

## —বারো—

একদিন টিকিনের ষষ্ঠার পর ইস্কুলের নীচ ক্লাশের ছেলেদের ভেতর মহা হুল্লোড় শুরু হ'য়ে গেল।

লাফা-লাফি, বই ছোঁড়া-ছুঁড়ি, ডিগবাজী ধাওয়া ও চীৎকার—একটু কমলে জানা গেল আজকেই ডাকে হেড্‌মাস্টার মশাই একখানি চিঠি নাকি পেয়েছেন—তাতে আর একটা জেলার একটি ইস্কুলের জুনিয়ার দল এই ইস্কুলের জুনিয়ার দলকে—ফুটবল প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছে।

ও ইস্কুলের ধবর ত' আমাদের বিশেষ জানা নেই, কিন্তু এটা আমরা বেশ জানি যে, এই ইস্কুলের জুনিয়ার দলের ক্যাপ্টেন অর্থাৎ মোড়ল আমাদেরই খোকা।

ক্যাপ্টেন হওয়ার মস্ত বড় একটা সুবিধে এই যে, মাঠে নামতে হয় না, বেশ নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে গোটা দলটির উপর নির্বিবাদে মোড়লি করা চলে। কাজেই অনেক ভেবে চিন্তে আমাদের খোকা এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটির ভার গ্রহণ করেছে।

সুতরাং তারই উৎসাহ সব চাইতে বেশী। সমস্ত

## ক্ষণজন্মা

ইস্কুলের মুখপাত্র হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দলবল নিয়ে সিটি বাজিয়ে অণ্ড জেলায় খেলতে যাবে—এ কি কম সৌভাগ্যের কথা ! প্রতি একটা করে কথার পর—বল্বে ‘আমার টিম’ আশে পাশের ছেলেরা কাণে কাণে বল্বে—জানিস্ ওই যে টিমের ক্যাপ্টেন’।

সেই ক্যাপ্টেন...হ'য়ে অণ্ড খেলতে যাওয়ার বিপুল গৌরব আজ খোকার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে ।

হেডমাস্টার মশাই সবাইকে ডেকে দিন স্থির করে দিলেন, শনিবার দিন ইস্কুলের পর খেলোয়াড় দল রওনা হ'বে ।

নৌকো করে স্টেশনে যেতে হ'বে, সেখান থেকে রেল গাড়ীতে যাওয়াই সব চাইতে সুবিধে । এগার জন খেলোয়াড়, পাঁচ জন সঙ্গে বেশী—কি জানি যদি কারো ঠ্যাং ভাঙ্গে কি হাত মচ্‌কায়—তবে ত' খেলা বন্ধ রাখা চল্বে না ! সবার ওপরে রইল—ক্যাপ্টেন শ্রীমান্ খোকা । খোকা তাড়াতাড়ি মনোহারী দোকানে গিয়ে ভালো দেখে একটা বাঁশী কিনে ফেল্লে । তার সিটি শুনে সবাইকে চলতে হ'বে এই কথা বার বার সে খেলোয়াড়দের জানিয়ে দিলে ।

## ক্ষণজন্মা

নৌকো গিয়ে স্টেশনে পৌঁছতে—কুলি এসে ছুটতে ছুটতে জানালে—শিগ্গীর আসুন বাবুরা—গাড়ী এক্ষুনি এসে পড়বে।

সবাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। যার যার স্লট্‌কেস্ হাতে নিয়ে হস্ত দস্ত হ'য়ে বসে, চল হে ক্যাপ্টেন, দাঁড়িয়ে কেন?—টিকিট করতে হ'বে না?

ক্যাপ্টেনের হস্‌ই নেই! যেন প্রকাণ্ড একটা ভোজ খেয়ে দাঁতে ঝড়কে চালিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ী মুখো ফিরবে—এমনি গদাই-লক্ষরী ভাব।

বলে, টিকিট? টিকিট আবার কিসের? রেল কোম্পানীকে পয়সা দিয়ে খেলতে যেতে হ'বে নাকি?

ক্যাপ্টেনের ভাব ভঙ্গী দেখে খেলোয়াড়দের চোখ কপালে গিয়ে উঠল।

সেই রোগা পটকা ছেলেটি 'সেন্টার ফরোয়ার্ডে' খেলে। এগিয়ে এসে বলে, বল কি ক্যাপ্টেন? শেষ কালে খেলতে এসে হাতে দড়ি পড়বে নাকি?

ক্যাপ্টেন ফিক্ করে হেসে ফেলে বলে, হ্যাঁ, হাতে দড়ি পড়লেই হ'ল—একি মগের মুল্লুক নাকি? চল হে—সব চল—এতক্ষণে বোধ করি 'সিগ্‌ন্যাল' নীচু করে দিয়েছে।



## ক্ষণজন্মা

যে ছেনেটি গোলে খেলে—তার চেহারা যেমন গোল—প্রাণের ভয় ততোধিক !

প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়েই বলে, তা হ'লে ক্যাপ্টেন আমি ফিরেই যাই—আসবার সময় ঠ্যান্পিসি পেছন থেকে ডাকলে—মাথার ওপর একটা টিক্‌টিকিও বোধ করি টিক্‌-টিক্‌ করে উঠেছিল—মা বলে রাঁধা পায়েস ফেলে যাচ্ছি—

ক্যাপ্টেন হুম্‌কি দিয়ে উঠে বলে—হ্যাঁ, পায়েস—। কত খাবার খেতে পারিস্‌ রাস্তায় দেখবো। কাওয়ার্ড !

এই একটি কথায় যেন 'গোল কিপারের' পুরুষহে আঘাত লাগল। তবু প্রাণের ভয় বড় ভয়, আস্তে আস্তে বলে, কিন্তু এই টিকিট না করে যাওয়াটা—

ক্যাপ্টেন তার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বলে, হ্যাঁ—। হ্যাঁ—টিকিট না করেই আমরা যাবো—তুই আমার সঙ্গে থাকবি।

খেলোয়াড় দল এতক্ষণ হাঁ করে দু'জনের কথা গিল্‌ছিল—এইবার স্বেযোগ, বলে, হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমরা সবাই ত' এক গাড়ীতেই উঠ'ব।

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বলে, না।

রোগা পটকা ছেনেটি বলে, না !      কস্ত

## ক্ষণজন্মা

চেকার যখন টিকিট চাইবে—আমরা কাকে দেখাবো  
শুনি ?

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বলে, আহা তখন কি জবাব  
দিতে হ'বে—সেই কথাই ত' আমি বলতে চাচ্ছি—কিন্তু  
তোরা বলতে দিচ্ছিস্ কৈ ?

—বেশ কি বলব শুনি ?—সবার কাছ থেকে সাগ্রহে  
এই প্রশ্ন এলো ।

পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন বলে, দু'জন  
তিন জন করে এক এক খানা গাড়ীতে উঠ'বি । যদি  
চেকার টিকিট চায় ত' বল'বি টিকিট আমাদের ক্যাপ্টেনের  
কাছে—অণু গাড়ীতে আছে । সে ক্যাপ্টেন খুঁজে  
বের কর্তে কর্তে আমরা আসল যায়গায় গিয়ে হাজির  
হ'ব ।

এতক্ষণে খেলোয়াড় দল নিশ্চিত হ'য়ে হাঁক ছেড়ে  
বাঁচ'লে ! তাহ'লে তাদের সত্যি বেঘোরে প্রাণ বোয়াতে  
হ'বে না ।

শেষটা তাই হ'ল । দু'জন তিন জন করে যে যে-  
গাড়ীতে উঠ'তে সুবিধে পেলো উঠে পড়ল ।

ক্যাপ্টেন আর দুটি ছেলের সঙ্গে একটা গাড়ীতে  
উঠে পড়ল ।

পরের স্টেশন আসতেই সঙ্গের ছেলে দুটি রকমারী খাবার ফিরি করতে দেখে ঢোক গিলে বসে, এরি মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে উঠল। সমস্তটা রাস্তির ত গাড়ীতে কাটাতে হ'বে।

খোকা বেঞ্চের একধারে কাত হ'য়ে শুয়েছিল—ওদের কথা শুনে উঠে বসে বসে, কিছু খাবি? তা' বসেই ত' হয়, এই—খাবারওয়াল! এদিকে—এইবার গাড়ী ছাড়বার আগে যতখুসী খেয়ে নে।

ছেলে দুটিকে বেশী অনুরোধ করতে হ'লনা। খাবার-ওয়ালার হাত থেকে দুটো ঠোঙ্গা ভর্তী খাবার নিয়ে তার যথাযোগ্য সদব্যবহার শুরু করে দিলে। তখনো ওদের খাওয়া একেবারে শেষ হয়নি,—এমন সময় গাড়ী সিটি দিয়ে দিলে ছেড়ে।

খাবারওয়াল!—বাবু আমার পয়সা—বলে গাড়ীর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল।

ক্যাপ্টেন এ পকেট খোঁজে—ও পকেট দ্যাখে—আর বলে—য়্যা—আমার!

ছেলে দুটির খাবার তখন একেবারে গলায় গিয়ে ঠেকেছে! বসে, বল কি ক্যাপ্টেন পয়সা খোয়া গেল নাকি?

## ক্ষণজন্মা

পয়সা হাত ছাড়া হয় দেখে খাবারওয়াল গাড়ীর  
হাতল ধরে লাফিয়ে উঠে ঝুলতে লাগল। ঠিক সেই  
সময় ক্যাপ্টেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ পাওয়া গেছে—পাওয়া গেছে  
—বলে আনন্দে চীৎকার করে উঠে একটা রুমাল



পকেট থেকে বের করে জানলা দিয়ে বাইরে প্ল্যাটফর্মের  
ওপর ফেলে দিলে। রুমাল সানের ওপর পড়তেই  
ঠন্ করে শব্দ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খাবারওয়ালও

## কণজন্মা

গাড়ীর হাতাল ছেড়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

সঙ্গের ছেলে দুটি চীৎকার করে উঠে বলল, আরে ক্যাপ্টেন সব টাকা পরসাদা শুদ্ধ রুমালটা ফেলে দিলে নাকি? বেশ ভারী বলেই মনে হ'ল যে! ঠন্ করে একটা শব্দও কাণে গেল—না?

ক্যাপ্টেন মুচ্কি হেসে বলল, হ্যাঁ, ওরকম ঠন্ করে শব্দ করার ব্যবস্থা আরো আছে—বলে পকেট থেকে আরো গোটা কয়েক রুমাল বের করে দেখালে, সব গুলোতেই টাকা বাঁধা আছে বলে মনে হ'ল।

ছেলে দুটি অবাক হ'য়ে বলল, এতগুলো কাঁচা টাকা এমন আলগা ভাবে লোকে রাখে? আর ও খাবারওয়ালার বেটাকেই বা কত দিলে?

ক্যাপ্টেন তেমনি বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল, কত দিলুম দেখবি? বলে একটা রুমাল একজনের হাতে তুলে দিলে।

সে তাড়াতাড়ি রুমালটা খুলে ফেলে দেখে—গোটা কয়েক টিনের চাক্তি—টাকা আধুলি সিকি দোয়ানির মাপে কাটা!

অবাক হ'য়ে বলল, একি রে! খাবারওয়ালাকে এই রকম দাম দিলি নাকি?

## ক্ষণজন্মা

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বললে, হঁ ! কিন্তু শুধু তোদের দুটিকে খাওয়ালেই ত' চলবে না—প্রতি স্টেশনে সবাইকে যাতে খাওয়াতে পারি তার ব্যবস্থা করে রেখেছি—বলে পকেট থেকে রুমালগুলো বের করে তাদের চোখের সামনে নাড়া-চাড়া করতে লাগল ।

ছেলে দুটোর চোখ ততক্ষণে কপালের ওপর উঠে গেছে !

ইতি মধ্যে একবার এক টিকিট চেকারের শুভাগমন হ'য়েছিল । গম্ভীর ভাবে ক্যাপ্টেন নিজেই বলে দিয়েছে আমরা খেলতে যাচ্ছি, টিকিট আমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সেকেন্ড ক্লাশে ।

সেবারকার মতো চেকার সেই কথাতেই চলে গেছে ।

এখনো সেই টিকিট সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল । একটি ছেলে বললে—নাঃ খাবার খেয়েও মনে প্রাণে স্নখ নেই ।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলে, কেনরে আবার কি হ'ল ?

ও বললে, যদি চেকার বেটা আবার আসে ?

ক্যাপ্টেন জবাব দিলে, সে না হয় একটা বুদ্ধি বাৎলে দিলেই হবে । আগে থেকেই ভেবে ভেবে আধমরা হ'য়ে থেকে কি লাভ ?

আর একটি ছেলে পায়ের কাছে কি একটা কুড়িয়ে পেয়ে বলে, ওরে এই যে একটা টিকিট পেয়েছি।—কিন্তু এ যে হাফ্ টিকিট !

সঙ্গের সেই ছেলেটি জবাব দিলে, হাফ্ টিকিটে কি হ'বেরে ? যাচ্ছি আমরা তিনজন—আর টিকিট দেখাবো আধখানা ? তা হ'লে ভাই আর খেলতে যেতে হবে না—তারা তবে গাঁটের কড়ি খরচ করে—টিকিট কিনে সোজা পাঠিয়ে দেবে রাঁচি ।

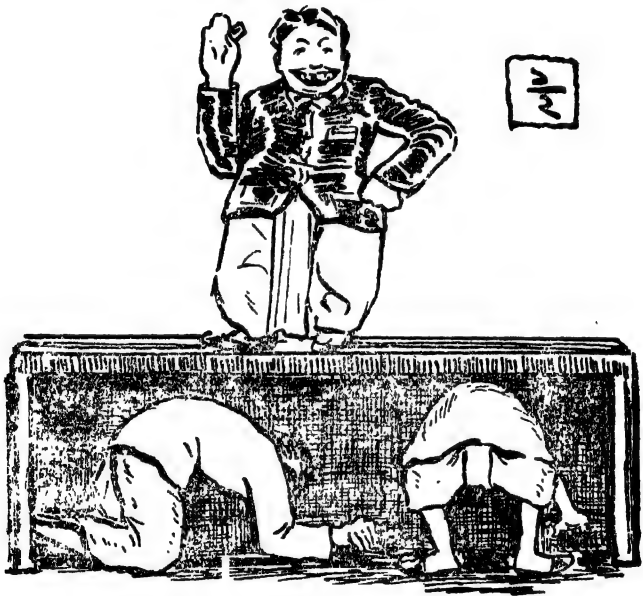
ক্যাপ্টেন একটা হাই তুলে বলে, আচ্ছা তা হ'লে আধখানি টিকিট আমার পকেটেই থাক্ ।

ঠিক এমনি সময় সেই টিকিট চেকারকে তাদের কামরার দিকে আসতে দেখা গেল ।

ছেলে দুটির তখন মুখের কথা বন্ধ হ'য়ে হুৎকম্প শুরু হয়েছে । ক্যাপ্টেন একবার ভাবলে পায়খানার ভেতর পালাই । কিন্তু হঠাৎ হাতের হাফ্ টিকিটের দিকে নজর পড়তেই তার মগজ একেবারে সাক্ হ'য়ে গেল । সঙ্গের ছেলে দুটিকে বলে, ওরে তোরা শিগ'গীর বেঞ্চের তলায় ঢুকে পড় । তারা অবাক্ হ'য়ে বলে, বেঞ্চের তলায় গেলে বুঝি দেখতে পাবে না । ক্যাপ্টেন হুম্‌কি দিয়ে বলে, যা বলছি তাই কর না—

## ক্ষণজন্মা

খেলোয়াড় দুটি সবে গিয়ে বেঞ্চের তলায় মাথা  
গলিয়েছে এমনি সময় চেকার ভেতরে ঢুকে বলে,—কৈ  
কোথায় তোমাদের টিকিট শিগ্গীর দেখাও—



ক্যাপ্টেন যেন—নাচের পুতুলের মতো তৈরী হ'য়েই  
ছিল। লাকিয়ে বেঞ্চের ওপর উঠে একগাল হেসে



## ক্ষণজন্মা

কেলে সেই হাফ্ টিকিটখানা। বের করে দিয়ে বলে, এই যে—

চেকার যেন আকাশ থেকে পড়ল।—ভম্কি দিয়ে বলে, কি রকম—তিন জন লোক—আর দেখাচ্ছ একটা হাফ্ টিকিট !

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বলে, তিন জন কোথায় ?  
বেঞ্চের ওপর একজন আর তলায় দুজন—হাফ্ টিকিট  
নয়ত কি পুরো টিকিট দেখাবো ?

কথা শুনে চেকারের হাঁটা আরো বড় হ'য়ে গেল—  
সেটা বন্ধ করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তার লোপ পেল।

## ভেটরা-

এই স্কুলের অনেক দিনকার একটা প্রথা আছে—  
যে গ্রীষ্মের ছুটির আগের দিন—ছেলেদের উৎসাহে  
একটা প্রীতি-সম্মিলনী হয় এবং তার পর থেকেই শুরু  
হয়—আম খাবার লস্সা বন্ধ।

কিছুদিন হ'ল ভীষণ গরম পড়ায় সকাল বেলাকার  
ক্লাশ চলছিল—ছুটিও ক্রমশঃ ঘনিষে আসছে—আর  
ছেলেদের ভেতর সম্মিলনীর উৎসাহটাও বেড়ে উঠছে  
দিনকে দিন।

তাতে জুনিয়ার দলের উৎসাহই সব চাইতে বেশী।  
কেন না, এবার তারা চার গোলে সেই ভিন্ জেলার  
ইস্কুলকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে। প্রথম দিন ত' তারা  
এমন ভাবে এসে ক্লাশে ঢুকল, যেন তাদের পা গুলো  
আর মাটিতে লাগছে না। সবাই যেন আকাশ দিয়ে  
উড়ে চলেছে!

কাজেই এবারকার প্রীতি-সম্মিলনীতে জুনিয়ার  
দলের যে প্রবল উৎসাহ হ'বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

অনেক গবেষণা করে স্থির হল—সকালবেলাকার

## ক্ষণজন্মা

ব্যাপার যখন—ছেলেদের আনন্ডি হ'বে—গান হ'বে। ছোটো ছোটো নির্ব্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হ'বে—তারপর খাওয়া দাওয়া। মাফটার মশাইরাও এ উৎসবে যোগ দিয়ে ছেলেদের আনন্দ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেন।

জোর মহলা চলো ছেলেদের।

ইতিমধ্যে একদিন একটি ছেলে এসে বল্ল, পাশের গ্রামে কল্কাতা থেকে দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন— একজন চমৎকার গান গাইতে পারেন আর একজন নাকি এমন রগড়ের হাস্য-কৌতুক করেন যে—আসরের মাঝখানেই হাসতে হাসতে দম্ ফেটে যাবার উপক্রম!

নতুন ধরণের আমোদের খোঁজ পেয়ে ছেলেরা নতুন করে মেতে উঠল।

নিজের নিজের আনন্ডির খাতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্ল, এই রইল এবার আনন্ডি আর রইল তোমাদের গান! কল্কাতার ঐ হাস্য-কৌতুক আর গানের ব্যবস্থাই করতে হ'বে এবারকার প্রীতি-সম্মিলনীতে। প্রত্যেক বার এক্ষেত্রে প্যান্ প্যানানী—আর ভালো লাগে না।

ভোম্বলের “শুধু বিষে দুই”, গণেশের “প্রলয় নাচন”—আর বিশ্বস্তরের “গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ” প্রত্যেক বারের আসর একেবারে মাটি করে দেয়।

## ক্ষণজন্মা

মাথা নেড়ে সবাই কথাগুলোয় সম্মতি দিলে ।

যে ছেলেটি খবর এনেছিল—সে-ও বলে—ভদ্রলোক  
ডুটিকে একবার জানালেই তাঁরা খুসী হ'য়ে এসে প্রীতি-  
সম্মিলনীতে যোগদান করবেন ।

ছেলেরা বলে, তবে ত' সোনায়ে সোহাগা । এবার  
ছেলেরা লাগলো অগ্নি কাজে । আকৃতি শিখতে যতটা  
সময় নষ্ট করছিল—তার চাইতে বেশী সময় দিতে লাগল  
—এবার থেকে আসর সাজাতে । বাঁশ দিয়ে কি করে  
একটা মঞ্চের মতন তৈরী হ'বে—যেখানে দাঁড়িয়ে হস্ত-  
কৌতুকের রগড় করলে—সবাই দেখতে পাবে—তারপর  
—খামের মতন সব সারে সারে বসিয়ে—দেবদারু পাতা  
আর রঙ্গীন কাগজ দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া, দু'পাশে কলা-  
গাছ পুঁতে চমৎকার তোরণ দ্বার তৈরী করা—এই সব  
কাজের মোড়লী নিলে জুনিয়ার দলের ক্যাপ্টেন শ্রীমান  
ধোকা ।

কাজও অনেক দূর এগিয়ে এলো । এখন শুধু  
অনুষ্ঠানের দিন গোটা যায়গাটাকে সামিয়ানা দিয়ে  
ঢেকে—সতরঞ্চ বিছিয়ে দেয়া ।

কিন্তু মাথায় বাজ পড়ল প্রীতি-সম্মিলনীর দু'দিন  
আগে ।

যে ছেলেটি একদিন এসে কল্‌কাতার গায়কদের খবর দিয়ে সমস্ত ইন্স্কুলের ছাত্রদলকে উৎসাহিত করে তুলেছিল, সেই আবার ভগ্নদূতের মতো মুখখানাকে আম্শীর মতো করে এসে বলে, সর্বনাশ !

খোকা তখন মঞ্চের চারদিকে পদ্ম আঁকছিল। বলে, সর্বনাশটা কি শুনি ?

ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, খবরটা পেয়েই আমি ছুটে আসছি !

একটি ছেলে পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে জবাব দিলে, সে ত' দেখতেই পাচ্ছি—কিন্তু খবরটা কি শুনি ?

ছেলেটি বলে, ওগাঁয়ের ইন্স্কুলের ছেলেরাও আমাদের দেখাদেখি প্রীতি-সম্মিলনী শুরু করেছে।

খোকা পদ্ম-পাতায় একটা আঁচড় কেটে বলে, বেশ-ত' তাতে তোরা এত হাঁপাবার দরকার কি ?

ছেলেটি চোখ দুটো একবার চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, বারে ! হাঁপাবো না ? আমাদের সেই কল্‌কাতার ভদ্রলোক দুটিকে ওরা টাকা দিয়ে সব ঠিক-ঠাক করে ফেলেছে যে !

এরি মধ্যে সব ছেলে এসে হাঁ করে কথা গিলছিল।

খোকা বলে, কি রকম ?

## কৃষ্ণজন্মা

ছেলেটি বলে, হ্যাঁ রকম আছে। একটু আড়ালে আয়।

খোকা তাকে নিয়ে মঞ্চ ছেড়ে একটা জামরুল গাছতলায় হাজির হ'ল। বলে, ভণিতা রেখে ব্যাপারটা কি বলত ?

ছেলেটি দুবার ঢৌক গিলে বার কয়েক আন্তা-আন্তা করে বলে, এমনটি ঘটত না। কিন্তু ওইস্কুলের সেক্রেটারী নাকি বুড়ো বয়েসে আবার বিয়ে কচ্ছে। ছেলেরা তাই জানতে পেরে সবাই দল বেঁধে গিয়ে ধরেছে—প্রীতি-সম্মিলনী করবো—চাঁদা দিতে হ'বে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে খোকা বলে, তারপর ? ছেলেটি জবাব দিলে, তারপর আরো অবাক কাণ্ড। প্রকাণ্ড কৃপণ বলে যার চিরদিনের নাম ডাক সেই সেক্রেটারী মশাই নাকি এক সঙ্গে নগদ কুড়িটি টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তাই পেয়েই ত' ওদের এই কাণ্ড !

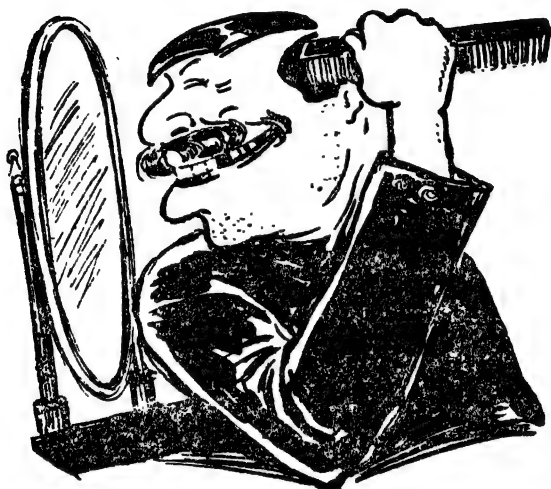
খোকা তাকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে বলে, চল্ যাবো সেই কেপ্তন সেক্রেটারী বাবুর কাছে। বল্, আমাদের আগে থেকে সব ঠিক-ঠাক্ হ'য়ে ছিল। তিনি কল্‌কাতার বাবুদের ছেড়ে দিন।

গোটা ইস্কুলের ছেলে কী একটা ঘটেছে ভেবে হাঁ করে তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

## ক্ষণজন্মা

খোকা ছেলেটিকে নিয়ে যখন পাশের গাঁয়ে ইস্কুলের  
সেক্রেটারী সাহেবের বাসায় পৌঁছল—তখন ঠিক দুপুর  
বেলা ।

জান্না দিয়ে বাইরের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে—



ভদ্রলোক তাঁর পাকা চুলে কলপ মেখে চুল আঁচড়াচ্ছেন  
আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপন-মনে ফিক্ ফিক্  
হাসছেন ।

ছেলে দুটিকে দেখতে পেয়ে মুখখানা ভারী করে  
সেক্রেটারী মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই  
তোমাদের—?

খোকা মরিয়া হ'য়ে এগিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বলে  
জানালা—কলকাতার ভদ্রলোক দুটিকে ছেড়ে দিতে  
হ'বে।

মুখখানা বাঙলা পাঁচের মতো করে সেক্রেটারী  
বললেন, সে ত' হবে না বাপু, ছেলেরা ঠিক ঠাক করে  
ফেলেছে। এখন আমি কি করে তাঁদের ছেড়ে দি বল?

খোকা মিনতি করে বললে, তা হ'লে আমাদের  
উৎসবের পরের দিন এখানে সম্মিলনী হোক।

সেক্রেটারী মশাই মাথা নেড়ে বললেন, তাও তো  
বাপু হ'বার যো নেই। তারপর দিনই আমাকে  
দার্জিলিং যেতে হ'বে, সবাই জানে—বলেই স্থান কাল  
ভুলে গিয়ে একটু মুচ্‌কি হেসে ফেললেন।

খোকা বুকে নিলে—সেক্রেটারী মশাই তার পরদিন  
দার্জিলিংএ বিয়ে করতে যাবেন।

মুখখানা লাল করে দুজনে গ্রামের দিকে রওনা হ'ল।  
ছেলেটি বললে, তা হ'লে কি হ'বে ভাই ক্যাপ্টেন?  
খোকা বললে, দেখ্না মজা! আমি কি সহজে



ছাড়বো ? প্রীতি-সম্মিলনী আমাদের করা চাই । এবং কল্‌কাতার ঐ দু'জন ভদ্রলোককে নিয়েই ।

ছেলেটি অবাক হ'য়ে বললে, কিন্তু তা কি করে সম্ভব হ'বে ভাই ?

খোকা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, হ'বে, হ'বে —তুই দেখে নিস্ ।

প্রীতি-সম্মিলনীর দিন তিন্‌ গাঁয়ের ছেলেরা সকাল বেলা এসে দেখলে—হেড মার্কার মশায়ের নাম সই করা এক নোটিস টাঙ্গানো রয়েছে—ঠিক ইস্কুলের ঘণ্টাটির ওপরেই । এই লেখা—

“সেক্রেটারীর দার্জিলিং গমন উপলক্ষ্যে প্রীতি-সম্মিলনী বন্ধ রহিল ।

সেক্রেটারী মহাশয়ের দার্জিলিং যাওয়ার কথা ইতিপূর্বেই ভালো ভাবে প্রচারিত হ'য়েছিল । তবে দিনটা বদলে গেছে এই যা ! অবিশ্বাস করবারও যো নেই । অবিকল হেড্‌ মার্কার মশায়ের নিজের হাতের নাম সই ।

ও গাঁয়ের ছেলের দল প্রতি বছর খোকাদের ইস্কুলের প্রীতি-সম্মিলনীতে এসে যোগ দেয় ।

তারা যখন দেখলে—তাদের উৎসব বন্ধ হ'য়ে গেল

## ক্ষণজন্মা

—তখন সবাই দল বেঁধে খোকাদের ইস্কুলের দিকেই  
রওনা হ'ল।

খোকা সকাল বেলা থেকে ইস্কুলের পাশে বোঁপের



আড়ালে সেই ছেলেটির সঙ্গে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল।  
এইবার বেরিয়ে এসে ছেলেটির কানে কানে বললে,

যা—এক্ষুনি গিয়ে কোল্‌কাতার ভদ্রলোক দুটিকে ডেকে নিয়ে আয়। আর যাবার মুখে নোটসটাও একবার দেখিয়ে নিয়ে যাস। কিন্তু বেশী দেরী যেন না হয়! সেক্রেটারী আর হেড্‌ মার্টার এসে পড়বার আগেই আমাদের গাঁয়ে গিয়ে হাজির হওয়া চাই।

ছেলেটিকে আর বেশী কিছু বলতে হ'ল না। সেক্রেটারীর ওপর সে হাড়ে হাড়ে চটেছিল। নিজে কথা দিয়ে তা রাখতে পারবে না বলে।

এইবার তাকে জরুরি করবার সুযোগ পেয়ে লাফাতে লাফাতে ভদ্রলোক দুটিকে আনতে চলে গেল।

আধঘণ্টা টাক্‌ বাদে হেড্‌ মার্টারের সঙ্গে 'চুলে-কলপ-লাগানো' সেক্রেটারী মশাই এসে যখন ইন্ধুলের আগুিনায় হাজির হ'লেন—তখন তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে একটি পিপড়েও বসে নেই!

ততক্ষণে খোকাদের ইন্ধুলে দুটি গাঁয়ের সমস্ত ছেলে মিলে কল্‌কাতার রগড় শুনতে শুনতে—হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছিল।

— — —

## —চৌদ্দ—

সমস্তটা বছর ক্লাসের মোড়লী, ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেনী এবং বাড়ীতে নন্দ ছললী করে—বছর শেষে যখন বাৎসরিক পরীক্ষা এসে সামনে দ্রুত করে দাঁড়ালো তখন পাঠ্য-পুস্তকের দিকে তাকিয়ে খোকা দেখলে—অনেকগুলো বইয়েরই পাতা কাটা হয় নি। কিন্তু এখন উপায় !

হেডমাস্টার মশাই কড়া ভুরু দিয়ে দিয়েছেন—যে একটি বিষয়ে ফেল করবে—তাকে হাজার কান্নাকাটি করলেও ওপরের শ্রেণীতে তুলে দেওয়া হ'বে না।

আর খোকাত' একাই নয়। ক্লাশকে ক্লাশ শুদ্ধই যে সেই ব্যাপার ! মোড়ল যদি বইয়ের পাতা না কাটে ছেলেরাই বা কি করে মলাটের পাতাটা উন্টে দেবে !

ওদিকে বাড়ীর ভয় ত' সবাইকারই আছে।

মীমাংসার জন্মে একদিন বিকেলকার খেলার শেষে গুপ্তচক্রের বৈঠকী হ'ল। সভায় স্থির সিদ্ধান্ত হ'ল—সবাই দল পাকিয়ে কায়দা করে বই নকল করে পাশ করতে হ'বে।

## ক্ষণজন্মা

মহা উল্লাসে যে যার ঘরে ফিরে গেল।

কিন্তু পরীক্ষার দু'দিন আগে হেড্‌ মাস্টারের সাকুলার শুনেনে সবাই চোখে সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করলে।

হেড্‌ মাস্টার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন—পরীক্ষা দিতে বসে কারো সঙ্গে কারো কথা বলা একেবারে নিষেধ। আর শুধু তাই নয়—প্রতি দুটো বেঞ্চের জগে একজন করে গার্ড থাকবে, তার কাজই হ'বে—ছেলেরা টুকে লিখছে কিনা তাই দেখা।

বিনোদ বলে, তা হলে এ বছর এই ক্লাশেই থাকতে হ'বে দেখছি।

ফণী এক টিপ নশ্টি নিয়ে বলে,—ভাবছি কাল সেজমামার সঙ্গে মামার বাড়ী চলে গিয়ে একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেবো।

হীরা বলে, কিন্তু আমার মামা ত' ডাক্তার নয়—আর তা ছাড়া এখন মামার বাড়ী যাবার কথা তুলে, বাড়ীতে খাওয়া বন্ধ করে দেবে।

থোকা বলে, কাউকে কিছু ভাবতে হ'বে না—আমরা যদি এক জোটের হই ত' গার্ড আমাদের কি করবে? বইয়ের কোন্ পাতায় যে কি আছে তাই আমাদের

কারো জানা নেই—এখন সেইগুলোই এই দুইদিন উন্টে পাণ্টে সবাইকে দেখে রাখতে হ'বে।

সভা ভেঙ্গে গেল।

—এবং দুদিন বাদে যথারীতি পরীক্ষাও শুরু হ'ল। ছেলেদের এবার মুখে রা নেই। শুধু কলমের ডগাটা কামড়ায় আর কড়ি কাঠের পানে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে টিকটিকির লড়াই দেখে।

টিকিনের পর একজন গার্ড ত' একটি ছেলেকে ইংরাজী বই থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে টুকতে দেখে সোজা একেবারে হেড্‌ মাস্টারের কাছে ধরে নিয়ে হাজির!

তারপর থেকে কেউ আর কারো পানে চাইতে পর্যন্ত সাহস পায় না—কথা বলা ত' দূরের কথা।

কিন্তু খোকার লেখার বিরাম নেই। সবাই ভাবে—এ ছোকরা দুদিনের মধ্যে গোটা বইটা মুখস্ত করে ফেলল নাকি?

রকম-সকম দেখে গার্ডরা ঘন ঘন তার পেছন দিয়ে আনা-গোনা শুরু করল। কিন্তু খোকা মনযোগী ছেলের মতো শুধু লিখেই চলেছে অশ্রু দিকে তাকাবার পর্যন্ত ফুরসৎ তার নেই!

খোকার লেখার স্পীড্‌ দেখে অগাধ ছেলেদেরও

ভাব যেন একেবারে অণু ভাবে ঘুরে গেল। যারা একেবারে কলম উঁচিয়ে সঙ্গীণ করে বসে ছিল কিন্মা—সময় কাটানোর জগ্গে খাতার পাতায় লক্ষ্মী প্যাঁচার মুখ আঁকছিল তারাও আস্তে আস্তে প্রশ্নের জবাব দিতে সুরু করলে।

নাঃ—তারপর একেবারে অবাক্ কাণ্ড! গোটা ক্লাশ শুক্কু ছেলে এমন মনোযোগী হ'য়ে খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ল যে, দেখে ভয় হ'ল যে দপ্তরীর আনা এক কামরা ভর্তি যত খাতা—ওরা সব আজ এক দিনেই লিখে শেষ করে ফেলবে।

পরদিনও খোকার কলম চলা সুরু হ'ওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাশের ছেলে চঞ্চল হ'য়ে উঠে যে যার খাতায় ঝুঁকে পড়ল।

গার্ডরা ব্যাপার দেখে এ-ওর মুখ চাওয়া চাউয়ি করে টেবিলের তলায় উঁকি মেরে দেখে—কেউ কেউ দু'একটি ছেলের পকেট-পত্তরও খানাতল্লাস করে ফেল্ল। কিন্তু কারো কাছ থেকেই এক টুকরা কাগজ বেরুলো না।

হেড্ মাস্টারের আদেশে গার্ডের সংখ্যা বেড়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের লেখার স্পীডের মাত্রাও কিছুমাত্র কমল না।

## ক্ষণজন্মা

এমনি করে একদিন, দুদিন, তিনদিন যায়—  
পণ্ডিত মশাই থেকে শুরু করে—সকলকারই চোখ  
ছানা-বড়া হ'য়ে উঠল। বলে, এমন পড়ুয়া ত'এরা  
কোনোদিনই ছিল না। রাতা-রাতি সবাই এমন  
বৃহস্পতি হ'য়ে উঠল কি করে!

শেষ দিনের দিন—বুড়ো গাড' শশীবাবু বাড়ী  
ফেরবার মুখে খোকাকে রাস্তায় ধরে বলে, আচ্ছা বাপু,  
একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি—আমি বুড়ো  
মানুষ সত্যি করে জবাব দাও ত—

খোকা অবাক হবার তান্ করে বলে, বলুন—

শশীবাবু খোকার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, আচ্ছা  
বাবাজী, তোমায় ত' বরাবর দেখে আসছি—এত সরেস  
ছেলে ত' তুমি কোনোদিন নও। কি করে—সব কি  
করে পরীক্ষাটা দিলে বলত?

আর শুধু কি তুমি! তোমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তটা  
ক্লাশ?

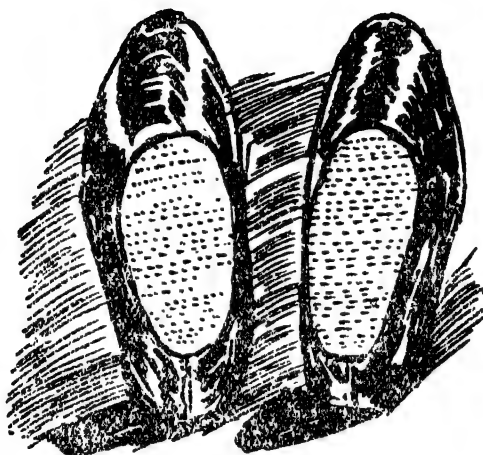
মুচ্‌কি হেসে খোকা বলে, কাউকে বলে দেবেন না,  
আমায় কথা দিন।

শশীবাবু গোঁফের ফাঁকে মুচ্‌কি হেসে বলেন, বুড়ো  
মানুষের কথা বিশ্বাস কর। কোনো রকমে ধরতে



## ক্ষণজন্মা

পারিনি বলেই জিজ্ঞেস কচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।  
আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবে না।



খোকা কস্ করে. দু'পাটা জুতো পা থেকে খুলে  
ফেলে। তার ভেতর ছোট ছোট অক্ষরে লেখা পাট-  
করা সব কাগজের ফর্দ। বলে, এই দেখে লিখেছি  
আমি, আর আমার দেখে লিখেছে গোটা ক্লাশ।

## ক্ষণজন্মা

শুনে বুড়ো শশীবাবুর চশমা জোড়া নাকের ডগার  
ওপর এসে থমকে দাঁড়ালো । চোখ দুটো উঠে গেল—  
একেবারে উক্কে ।



## —পনর—

সেবার শশীবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। নইলে এত কাণ্ডের পরও ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে পরীক্ষায় পাশ করল কি করে !

প্রমোশনের পর নূতন ক্লাশে উঠে ছেলেরা আবার ধরাকে সরি দেখতে শুরু করল।

তা' ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী পূজোর উছোগপর্বও শুরু হ'ল।

মাঘ মাসেই পূজো। প্রমোশনের পর বেশী দিনও আর বাকী থাকে না।

কাজেই ছেলেদের নতুন বই কিনে মলাট দেয়া অবধিই ! সেগুলো সব এক কোণে সরিয়ে রেখে— কোমরে কাপড় জড়িয়ে সবাই সরস্বতী পূজোর আনন্দে মেতে ওঠে।

নিতাই বলে, এবার আমরা পূজোয় যাত্রার দল আনবো—

খোকা আঁৎকে উঠে বলে, সর্বনাশ ! আবার যাত্রা ! কিন্তু বাপু আমি তার মধ্যে নেই !

## ক্ষণজন্মা

পুরাণো কথা মনে হ'তে সবাই একসঙ্গে হো—  
হো—করে হেসে উঠল।

বিষ্ণু বলে, আচ্ছা, শ্যামনগরের জমিদারের কাছ  
থেকে একদিনের জগ্ন তাঁর হাতীটা চেয়ে নিয়ে এলে  
হয় না ?

অম্বিকা ফোড়ন দিয়ে বলে, তোর আবার হাতী  
চড়ার সখ হ'ল কবে থেকে রে ? লোকের ঘোড়া রোগ  
হয় শুনেছি। কিন্তু হাতীর রোগ এই প্রথম দেখলাম।

বিষ্ণু বলে, না-রে পাগল, না—হাতীটা পাওয়া  
গেলে তার পিঠে আমাদের প্রতিমা চাপিয়ে চমৎকার  
প্রসেশন বের করা যেতো। পাশের গ্রামের ইস্কুলের  
ছেলেরা হাঁ করে চেয়ে দেখতো—

খোকা বলে, হাতী ঘোড়া এখন থাক। প্রতিমা  
আমাদের আশে-পাশের সবার চাইতে বড় আর জন্-  
কালো হওয়া দরকার। এবার যে করে পাশ করেছে  
—মা সরস্বতীর রূপা থাকলে সব হয়—এই বলে সে দুটি  
হাত জোড় করে উদ্দেশ্যে ভক্তের মতো নমস্কার করলে।

বিষ্ণু উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, হ্যাঁ সে ত' করতেই  
হ'বে, নইলে আমাদের ইস্কুলের নাম থাকবে কি ক'রে !  
আর ইস্কুলের নাম হ'লেই ত' আমাদের মুখ উজ্জ্বল !

## ক্ষণজন্মা

খোকা জবাব দিলে, উজ্জ্বল ত' বটেই ! কিন্তু ধে জিনিষটা সব চাইতে উজ্জ্বল তার ব্যবস্থা কর, নইলে সব ফাঁকা ।

বিষ্ট অগ্নিকার মুখের দিকে তাকায় আর অগ্নিকা তাকায় খোকার মুখের দিকে । উজ্জ্বল জিনিষটি কি বস্তু ?

—খোকা বলে, চাঁদা—হে, চাঁদা—এবার সবাইকার কাছ থেকে ডবল চাঁদা আদায় করো, তবে ত' হবে জাঁকজমকে পূজো ! চাই কি শ্যামনগরের জমিদারের হাতীটাও একদিনের জণ্ডে এনে কাজে খাটানো যেতে পারে ।

চাঁদা আদায় করা কি সহজ ব্যাপার ? সবার মুখেই এক কথা ! দেবো'খন আনা চারেক পয়সা ।

কিন্তু সবাই যদি আনা চারেক করে পয়সা দেয়—তবে আসর জমবে কি করে ?

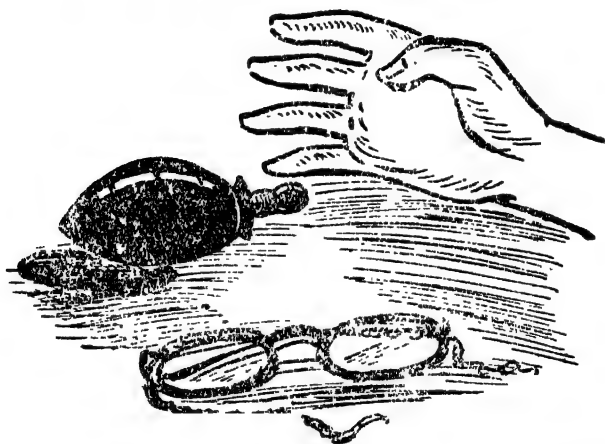
যাদের ওপর চাঁদা আদায় করবার ভার পড়েছিল খোকা তাদের কাণে কাণে মন্ত্র দিয়ে দিলে । সেই ওষুধে ধ্বস্তরীর মতো অব্যর্থ ফল ফল্‌তে লাগলো ।

পণ্ডিত মশাই ক্লাশ নিতে নিতে ঝিমুচ্ছেন—হঠাৎ চোখ মেলে তাকাতেই দেখলেন টেবিলের ওপর থেকে নস্তির কোঁটা উধাও হ'য়ে গেছে ।

## ঋণজন্মা

নেই—ত' নেই-ই, গোটা ক্লাশেই তার পাত্তা  
পাওয়া গেল না।

ছেলেরা বলে, আপনি যদি সরস্বতী পূজোতে এক  
টাকা চাঁদা দেন ত' আমরা আপনার নস্থির কোঁটো যে  
করেই হোক খুঁজে বার করে দেবো।



সমস্ত পৃথিবীতে ঐ একটি মাত্র জিনিষ, যার বিরহ  
পণ্ডিত মশাই একটি মুহূর্ত্তও সহ্য করতে পারেন না।  
কাজেই আন্তে আন্তে পকেট থেকে একটি ঢক্ঢকে  
টাকা ছেলেদের হাতে তুলে দিতে হ'ল। পর মুহূর্ত্তেই

দেখা গেল—যেখানকার নস্তির কোটা সেইখানেই আছে !

কেরানীবাবু অপিস ঘরে বসে হিসেব কস্মতে কস্মতে হঠাৎ একটু ঢুল খেয়েছেন, চোখ মেলে তাকিয়েই দেখেন, দোয়াতদানীর পাশে রাখা স্ততো বাঁধা বহু প্রাচীন চশমা জোড়া একেবারে নিকৃদ্দেশ !

এ পকেট গৌজেন, ও পকেট দেখেন—নাঃ, কোথাও নেই।

ছেলেরা এসে ধরলে চাঁদা দিতে হ'বে। তখন আর এতটুকু বুঝতে বাকি রইল না ! আপিসের কাজের তাড়া, তাড়াতাড়ি চশমাটি চাই। ছেলেদের চটাতে পারেন না। তাই নগদ একটি টাকা দিয়েই তাদের বিদেয় করতে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে চশমাও নাকের ডগার ওপরে এসে পৌঁছুলো।

এমনি কেরামতি করে চাঁদা নেহাৎ মন্দ উঠল না।

প্রতিমার করমাস হ'ল, ইস্কুল ঘরের আমূল সংস্কার হ'ল, বড় বড় তোরণ উঠল—ইস্কুলে ঢোকবার সামনে-কার রাস্তায়—একেবারে হৈ-হৈ—রৈ-রৈ ব্যাপার ! শেষকালে পূজোর দিনও এগিয়ে এলো। পূজোর আগের দিন সন্ধ্যা বেলা—খোকা তার জনা কয়েক

## ক্ষণজন্মা

অন্তরঙ্গ বন্ধুকে গোপনে ডেকে বললে, দেখ, শ্যামনগরে  
লোক পাঠিয়েছিলাম—হাতীর জন্তে ।

সবাই কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করলে, কি—কি হাতী  
পাঠিয়েছে ত ?

বিষ্ণু বললে, কিন্তু হাতী রাখবি কাদের বাড়ি ?

খোকা ধমক দিয়ে উঠে বললে, না, হাতী পাঠায় নি ।

সবার মুখ থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো  
পাঠায় নি ।

খোকা বললে, কিন্তু ওদের জব্দ করতে হ'বে আমাদের  
—সবাই মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয়—নিশ্চয় ! অশ্বিকা  
বললে, ও ! হাতীকে চুপি চুপি ধুতরোর বীচি খাইয়ে  
আস্বি বুঝি ।

খোকা ব্যস্ত হ'য়ে বললে, না-রে না—! শ্যামনগরের  
জমিদারের প্রকাণ্ড ফুলের বাগান আছে জানিস্ ত ?

সবার কাছ থেকে জবাব এলো—হ্যাঁ—হ্যাঁ !

খোকা বললে, আজই আমরা রওনা হ'ব । কালকের  
পূজোর জন্তে সব ফুল চুরি করে আনা চাই !

এ সব বিষয়ে খোকার সঙ্গী সাথীদের অদম্য  
উৎসাহ ! ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে !



## ক্ষণজন্মা

বলে, এত' খুব ভালো কথা—তা' হলে চল কোমরে  
কাপড় জড়িয়ে রওনা হ'য়ে পড়ি—

খোকা হেসে ফেলে বললে, দূর বোকা, খেয়ে দেয়ে  
একটু বেশী রাত্তিরে রওনা হ'ব ।

বাড়ীতে জানবে আমরা রোজকার মতো খেয়ে দেয়ে  
ঘুমিয়েছি । তারপর চুপি-চুপি সটকান দিলেই হ'বে ।

শীতের ঠাণ্ডা রাত্তির । পাঁচটা প্রাণী রূপার মুড়ে  
আস্তে আস্তে শ্যামনগরের দিকে রওনা হ'ল ।

কুয়াসায় রাস্তা ভালো দেখা যায় না—কিন্তু তাদের  
উৎসাহের অভাব নেই । শ্যামনগরে গিয়ে যখন সবাই  
পৌঁছল—তখন শেষ রাত্তির !

খোকা বললে, আর দেরী নয়, এর পর মালীরা জেগে  
উঠলে মুস্কিল । ঝপ্ ঝপ্ করে পাঁচটা প্রাণী অন্ধকারে  
গা ঢাকা দিয়ে বাগানের ভেতর কাঁপিয়ে পড়ল ।

এক সাজি বড় বড় গোলাপ সব তোলা হ'য়েছে  
হঠাৎ ভীষণ একটা ডাক শুনে সবাই সশঙ্কিত হ'য়ে উঠল ।

অম্বিকা থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললে—বাঘ—

কিন্তু বাঘ যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল পর  
মুহূর্ত্তেই—যখন জমিদারদের লম্বা বিকটাকার কুকুরটা  
লাফিয়ে তেড়ে এলো ।

## ক্ষণজন্মা

ছোট ছোট ছোট ! কোথায় পড়ে রইল গোলাপ,  
আর কোথায় রইল গায়ের রূপার !



খোকা অন্ধকারের ভেতর যেমন হোঁচট্ খেয়েছে—  
কুকুরটা রা—রা শব্দ করতে করতে হাঁ করে এগিয়ে এলো ।  
আর একটু হলেই কামড় বসিয়ে দিয়েছিল আর কি !

কিন্তু সাবাস খোকার বুদ্ধি ! হাতে ছিল ফুলের  
সাজি, তাড়াতাড়ি তারই হাতলটা কুকুরের মুখের  
ভেতর পুরে দিয়ে পুকুর সাঁতরে এপারে এসে হাজির ।

কিন্তু আমরা জানি গাঁয়ে ফিরে তারা সব কথা  
বেমালুম হজম করে গেল ।

## —ষোল—

সরস্বতী পূজো জাক্ জমকে শেষ হ'ল। কিন্তু খোকার দলপতিহে তার সঙ্গে সাথীর দল তারই ভেতর ছাঁড়ী ভর্তী রসগোল্লা আর পানতোয়া কোন ফাঁকে বন্ধ রাজেনের বাসায় চালান করে দিল।

সুবিধে ছিল যে, রাজেনের বাসায় বড়রা তখন কেউ ছিল না। বাড়ীর কৰ্ত্তা রাজেন নিজেই—আর তার সুখ সুবিধের জগ্গে বুড়ো ঠাকুর আর পশ্চিমে চাকর।

সমস্ত গোলমাল সন্ধ্যার মধ্যেই মিটে গেল।

এইবার খোকাদের নৈশ-সন্মিলনী বসবে রাজেনদের বৈঠকখানা ঘরে।

অঞ্জলি দেয়ার সময় যখন সবাই মন্ত্র পড়ায় ব্যস্ত ছিল—সেই ফাঁকে এরা কানাকানি করে নিজেদের প্ল্যান সব ঠিক করে রেখেছিল।

এতক্ষণ অন্ধকারের জগ্গে যা অপেক্ষা! রাজেনের দাদার একটা প্রকাণ্ড গোল টেবিল বৈঠকখানা ঘরের মাঝখানে পাতা ছিল। ছেলেরা সবাই ভটো-পুটী করে তারই ওপর ছাঁড়ী দুটো তুলে নিলে। এখন টপাটপ্ তুলে নিয়ে মুখে দিতে যা' দেবী!

## ক্ষণজন্মা

রাজেন বল্ল, দাঁড়া সবাই, বাগান থেকে কলার পাতা কেটে নিয়ে আসি, বৈকুণ্ঠ তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্ল, না--না, কলার পাতায় কি হ'বে? অন্ধকার রাত্তিরে আবার এখন তোকে বাগানে ঢুকতে হ'বে না, টুক করে হাঁড়ী থেকে তুলবি আর মুখে পুরবি, একেবারে



কাকের মতো চোখ বুঁজে—কেউ দেখতে পাবে না।  
খোকার দুই চোখ দু'হাঁড়ীর দিকে—জিব দিয়ে টুক' করে লাল পড়ে আর কি—

সবে একটা মুখে পুরে “বোনি” করেছে—হঠাৎ

## ক্ষণজন্মা

জান্নার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে নিতাই চাপা গলায়  
ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল—সর্বনাশ !

বৈকুণ্ঠ মুচ্কি হেসে বলে, কিরে গলায় ঠেকল নাকি ?

নিতাই আবার জান্নার ফাঁক দিয়ে দেখে বলে, না-  
রে না—হেড্ মাস্টার আসছে !

ততক্ষণে খোকার মুখের পানতোয়া ব্রহ্মতালুতে  
গিয়ে ঠেকেছে ! থক্ থক্ করে কাশতে কাশতে বলে,  
যা ভেবেছি তাই ! ব্যাটা গোবর্দ্ধনকে আমরা দলে  
টানিনে বলে—ঐ ছোঁড়া সব বলে দিয়েছে !

রাজেন বলে, এখন উপায় ! খোকা লাফিয়ে উঠে  
বলে, রাজেন শিগ্গীর শুয়ে পড়—টেবিলটার ওপর !

অবাক্ হ'য়ে রাজেন বলে ; টেবিলটার ওপর শুয়ে  
পড়ব ? কিন্তু কেন ?

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে এক রকম জোর  
করেই খোকা তাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিয়ে চাদর  
দিয়ে আগাগোড়া ঢাকা দিয়ে দিলে । তারপর সবার  
দিকে চোখ ঘুরিয়ে গলাটাকে খাটো করে বলে, এই  
তোরা সব এক সঙ্গে মরা কান্না শুরু করে দে—এক  
সঙ্গে, হেড্ মাস্টার মশাইকে ঘাবড়ে দেয়া চাই ।  
শেষটায় যা করতে হয় আমি করবো ।

আজ্ঞাকারী চ্যালা চামুণ্ডার দলকে আর বিশেষ কিছু বলতে হ'ল না। থিয়েটার পার্টির মতো তারা এক সঙ্গে 'কি হ'ল রে'—বলে বুক-ফাঁটা চীৎকার শুরু করে দিলে।

হেডমাস্টার মশাই চুপি চুপি এসেছিলেন রসগোল্লা চোর ধরতে। কিন্তু দোর গোড়ার সামনে এসে মরাকান্না শুনে তিনি একেবারে থমকে দাঁড়ালেন।

শেষটায় আরো অবাক হ'য়ে গেলেন—যখন খোকা একবারে কোঁপাতে কোঁপাতে তার পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল।

বল্লে, আমাদের সর্বনাশ হ'য়ে গেছে মাস্টার মশাই। রাজেন একা বাড়ীতে ছিল। ওর দাদা বলে গিয়েছিলেন আমাদের এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করতে।

পূজো শেষ হ'তে আমরা দল বেঁধে এলাম ওকে বাসায় পৌঁছে দিতে। কিন্তু এদিকে ব্যাপার দাঁড়ালো অগ্নরকম। বাসায় এসেই রাজেনের একবার দাস্ত আর একবার বমি...তার পরই সব একেবারে ঠাণ্ডা!

সর্বনাশ কলেরা—! বলেই হেডমাস্টার মশাই ছু'পা পেছিয়ে গেলেন।

খোকা আর একটু দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্লে, সেজগ্গে আপনি কিছু ভাববেন না মাস্টার মশাই—

## ক্ষণজন্মা

আমরাই সব বন্দোবস্ত করে ওকে শাশানে নিয়ে যাচ্ছি এখন ।

হেড্ মার্কার মশাই দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর কপালটা কুঁচকে বললেন, কিন্তু এই রাত্তিরে শাশানে অতটা রাস্তায় তোমাদের ত' আমি ছেড়ে দিতে সাহস পাচ্ছিনে—! আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো—

খোকা মনে মনে ভাবলে এইবারই সত্যিকারের সর্বনাশ ! পেছন ফিরে দেখলে—ছেলেরা আর ওদিকে—চাদরের তলায় রাজেন হাত বাড়িয়ে টুকটুক করে পানতোয়া রসগোল্লা নিয়ে অবিশ্রান্ত গালে পুরে যাচ্ছে !

এ-ত' চোখের ওপর দেখে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না ! পেছন দিকে হটে গিয়ে দিলে—রাজেনের হাতে কোসে এক রাম-চিম্টি ।

আচম্কা চিম্টি খেয়ে রাজেন 'উঃ' করে চোঁচিয়ে উঠল !

হেড্ মার্কার মশাই অাঁৎকে উঠে বললেন, ওকি ?

খোকা নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে, ঐ নিতাইটা । ভয়ানক ভয় পেয়েছে কিনা—!

হেড্ মার্কার মশাই মাথা নেড়ে বললেন তাহ'লে ত' কিছুতেই তোমাদের এই রাত্তিরে একা একা শাশানে

পাঠাতে পারিনে ! আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে ।  
তোমরা খাটিয়ার ব্যবস্থা কর—

বাইরের বারান্দায় রাজেনদের দরোয়ান বেহারী  
সিংয়ের একটি খাটিয়া ছিল । আর বেহারী সিং চলে  
গিয়েছিল রাজেনের ভাইয়ের সঙ্গে । কাজেই আপত্তি  
করবার কেউ ছিল না ।

খোকার ইসারা পেয়ে ছেলের দল ধরাধরি করে  
রাজেনকে তারি ওপর চাপিয়ে মোটা রসি দিয়ে বেশ  
ভালো করে বেঁধে ফেলে ।

রাজেন এতক্ষণ ঘাপ্টি মেরে চুপ করে ছিল, এইবার  
ওঠবার চেষ্টা করে বলে, ওরে তোরা আমায় শাসন  
নিয়ে পুড়িয়ে মারবি নাকি ?

খোকা চুপি চুপি ধমক দিয়ে বলে, বাঁচতে চাস্ত  
চুপ করে শুয়ে থাক । নইলে হাঁড়ি শুক্কু একুনি হেড্  
মাস্টার মশায়ের কাছে ধরিয়ে দেবো । এর পর  
রাজেনের মুখ দিয়ে আর কোন শব্দ বেরলো না ।

হেড্ মাস্টার মশাইকে সান্নে রেখে—খাটিয়া  
কাঁধে তুলে নিয়ে ছেলের দল “বল হরি—হরি বল” শব্দ  
করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল ।

দল যখন গিয়ে মাস্টার মশাইর বাড়ীর সান্নে



## ক্ষণজন্মা

পৌছিল, তিনি থম্কে দাঁড়িয়ে বল্লেন, তোমরা এগিয়ে যাও—আমি বাড়ীর ভেতর থেকে গামছাটা নিয়ে আসছি।

হেড্‌মাস্টার চলে যেতেই খোকা রাজেনকে খাট থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লেন, পেছনকার রাস্তা দিয়ে ছোট্ট সবাই—

এইবার ফিরে গিয়ে হাঁড়ী দুটো শেষ করতে হ'বে।

বৈকুণ্ঠ বল্লেন, কিন্তু হেড্‌মাস্টার মশাই ?

খোকা তাক্ষিল্যের হাসি হেসে বল্লেন, আরে বল্লেনই হ'বে—আমরা গোঁসাইর ঘাটে যাইনি, হাটখোলার শ্মশানে গিয়েছিলাম।

নিতাই তখনো নাছোড়বান্দা ! শুধোলে, কিন্তু রাজেন ? জল-জ্যান্ত ওটাকে মেরে ফেলা যাবে কি করে ?

খোকা মরিয়া হ'য়ে জবাব দিলে আরে সে বুদ্ধি পরে বাৎলানো যাবে—ওদিকে হাঁড়ী দুটো বোধ করি রাজেনের পশ্চিমা চাকরটাই শেষ করে ফেল্লেন!

---

## ~~মতেরো—~~

বর্ষাকাল ।

টুইটুস্বর জলে গোটা গ্রামটা একেবারে ভর্তি ।  
ছেলেরা মনের সুখে বিকেল বেলা বৈঠে চালিয়ে নৌকা  
বায়—প্রোতের মুখে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাটিয়ালী সুরে  
গান গায় ।

আবার কখনো বা নৌকো দূর নদীতে গিয়ে পাড়ি  
জমায়—ফিরতি মুখে কোনো চড়াই নৌকো লাগিয়ে  
সবাই মিলে দল বেঁধে চড়ুই ভাতি করে আমোদ  
জমায় ।

হেড্ মাফ্টার মশাই একদিন ইস্কুলের ছেলেদের  
ডেকে বলেন, তোমরা নৌকা করে নদীতে যাও—কিন্তু  
সাঁতার জান তো ?

সবাই এক সঙ্গে হাত তুলে বলে, হ্যাঁ, স্মার—  
সবাই—

হেড্ মাফ্টার মশাই খুসী হ'য়ে বলেন, বেশ, বেশ,  
তা হ'লে একদিন—সেনের পুকুরে সাঁতার প্রতি-  
যোগিতার ব্যবস্থা করা যাক । যে প্রথম হ'বে—তাকে  
আমি সোনার মেডেল দেবো ।

## ক্ষণজন্মা

ছেলের দল উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। কেন না—  
প্রত্যেকেই এক একটি জলের পোকা। এরা জলে নামলে  
শুধু ব্যাঙাচীর মতো সাঁতারায়—তখন মনে হয় যে বৃষ্টি  
এরা জলেরই জীব, ডাঙ্গায় এরা হাঁটতে জানে না।

সাঁতারের বিষয় হ'ল—সেনেদের পুকুরের বাঁধানো  
ঘাটলা থেকে ওই পারে এক ডুবে চলে যেতে হ'বে—  
সেখানকার শাপলা বন থেকে—একটা শাপলা তুলে  
আবার আর এক ঘাটলায় এসে যে সেটা সকলের  
আগে হেড্‌ মার্কার মশায়ের হাতে তুলে দিতে পারবে  
—সোনার মেডেল হ'বে তারই প্রাপ্য।

ছেলেরা নাওয়া খাওয়া ভুলে সাত দিন আগে  
থেকেই ডুব-সাঁতারের কসরৎ শুরু করলে।

কেউ বলে, আমি এক ডুবে পুকুরের মান্ধান  
থেকে মাটি তুলতে পারি—

কেউ বলে, আমি পুরো এক ঘণ্টা ডুব দিয়ে জলের  
তলায় থাকতে পারি।

কেউ বলে, আমি এক ডুবে সেনেদের পুকুরের মতো  
দুটো পুকুর সাঁতরে পার হ'তে পারি—

যাই হোক—সাতটা দিন বৈত নয়! দেখতে  
দেখতে কেটে গেল।

প্রতিযোগিতার দিন হেড্‌ মার্কার মশাই ইস্কুলের ছুট দিয়ে দিলেন ।

গ্রামের ছেলে মেয়ে বুড়ো সবাই এসে সেনেদের পুকুরের ঘাটলায় হাজির হ'ল । যারা সাঁতার কাটবে—তাদের সব সার-বন্দী করে দাঁড় করানো হ'ল ।

গ্রামের ব্যাপার—ছেলেরা সব মাল কোঁচা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—ঠিক এমন সময় দেখা গেল সুইমিং কন্সটিউম পরে খোকা লাফাতে লাফাতে এসে হাজির ।

ছেলেদের সবার মুখ একেবারে হাঁ হ'য়ে গেল ।

খোকাকে ত' কেউ কোনোদিন সাঁতারের কসরৎ করতে দেখেনি । তাই তাদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রইল না ।

ভূতো বল্ল, কিরে খোকা ? তুইও সাঁতারে নামবি নাকি ?

—নামবো বৈকি ! বলেই খোকা গামছাটা কোমরে জড়িয়ে জলে এসে নামলো ।

হেড্‌ মার্কার মশাই টেঁচিয়ে উঠে বল্লেন, এইবার যে যার কাপড় চোপড় ঠিক করে নাও,—মাঝ পুকুরে গিয়ে পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে না যায় । দশ মিনিট সময় দেয়া গেল, শিগ্‌গীর ।

## ক্ষণজন্মা

খোকা সেই ফাঁকে তার একটি বাহনকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ে এসে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বললে, দেখ শিগ্গীর গিয়ে পুকুরের ওপার থেকে লুকিয়ে একটা শাপলা নিয়ে আয়তো !

ছেলেটি অবাক হ'য়ে বললে, শাপলা ? শাপলায় কি করবি ?

খোকা মুখে চাবি লাগিয়ে বললে, চুপ ! কথা নয় । কিন্তু একটি শাপলা আমায় লুকিয়ে এনে দে । ছেলেটি আর বিরক্তির না করে তার কথা মত চলে গেল ।

তারপর হৈ-হৈ চীৎকার—বংশী-ধ্বনি—মেয়েদের উল্লাসের ভেতর দিয়ে ছেলেরা রওনা হ'ল ।

রওনা হ'ল মানে ডুবল । কারণ ডুব সাঁতারে—গিয়ে আবার ডুব সাঁতারেই ফিরে আসতে হ'বে ।

কিন্তু অবাক কাণ্ড ।

সকলের আগে ফিরে এল খোকা । সেই সঙ্গে ছেলেদের সমবেত চীৎকারে ঘাটলায় কান পাতে কার সাধ্য !

হাঁপাতে হাঁপাতে খোকা হাত বাড়িয়ে হেড্ মার্কারের হাতে শাপলা ফুলটি তুলে দিলে ।

## —আঠারো—

ভূতো ছুটেতে ছুটেতে এসে বল্লে—যাক্ এইবার  
নিশ্চিন্ত হওয়া গেল ।

খোকা বল্লে, কেন, কিসে তোর ঘুম হচ্ছিল না  
শুনি ?

ভূতো হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে, দাঁড়া  
আগে ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে দে । এই বলে খপ্  
করে খাটের ওপর বসে একটা লম্বা অ্যাটলাস দিয়ে  
হাওয়া খেতে লাগলো ।

তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের  
ঘামটা মুছে ফেলে বল্লে, এদিন ত' তোদের পরামর্শে  
রাজেনকে আমাদের ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম ।  
রেখেছিলাম বটে—কিন্তু সব সময় বুকটা তুরু তুরু  
করত' কখন ধরা পড়ে যাই । এইবার একেবারে  
নিশ্চিন্দি !

গোবিন্দ বল্লে, কিন্তু নিশ্চিন্দিটা কিসে হ'ল শুনি ?

ভূতো বল্লে, আরে সেই কথাই ত' তোদের বল্তে  
ছুটে এলাম । তারপর আবার অ্যাটলাস খানা তুলে  
নিলে ।

## ক্ষণজন্মা

খোকা বলে, ভণিতা রেখে আসল কথাটা খুলে বল দেখি—

ভূতো আর একবার হাঁফ ছেড়ে বলে, আজ হঠাৎ ওর মামার চিঠি পেয়ে রাজেন মজঃফরপুর চলে গেল। এখানে আর ওদের থাকা হ'বে না। ও এখন থেকে মজঃফরপুরেই পড়বে।

খবরটা মুখরোচক। বিশেষতঃ হেড্‌মাস্টারের কাছে ধরা পড়বার আর কোনো ভয়ই রইল না।

সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল—ভর্রে—!!!

খোকা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলে, আর এক মজা করা যাক।

গঙ্গা বলে, মজাটা কি শুনি ?

খোকার মাথায় তখন চমৎকার একটা বুদ্ধি গজিয়েছে—তাই চোখ দুটো হ'য়ে উঠেছে উজ্জ্বল।

বলে, ভূতো ! হ্যাঁ—তাকেই গিয়ে খবর দিতে হ'বে—

ভূতো অবাক হ'য়ে বলে, কাকে ? খোকা তাজিলোর হাসি হেসে বলে, কাকে আবার ! ঐ হেড্‌মাস্টার মশাইকে—

ভূতো ভয় পেয়ে বলে, কি সর্বনাশ ! আমি গিয়ে

বল্‌ব—রাজেন আমাদের ওখানেই লুকিয়ে ছিল—  
মরে নি ?

খোকা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বল্লে, নারে—  
পাগ্লা, না। তুই গিয়ে বল্‌বি কাল রাতিরে রাজেনদের  
খালি বাড়ীটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম—দেখি রাজেনের  
প্রেতাত্মা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঘোরাফেরা করে  
বেড়াচ্ছে।

ভূতো লাফিয়ে উঠে বল্লে, না বাবা—আমি আর  
ওর ভেতর নেই। একটা বিপদ কাটিয়ে উঠে সব  
হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি আবার!—এই নাকে কানে খত  
—এই কান মলা।

খোকা তাকে ধমক দিয়ে উঠে বল্লে, দূর বোকা !  
তুই ত' খবর দিয়েই খালাস। ভূত সাজবো আমি—  
তোরা শুধু মজা দেখ'বি বৈ ত' নয়। সেদিন হেড্  
মাস্টার নশাই আমাদের সঙ্গে শ্মশানে যেতে চেয়ে খুব  
বীরদ্ব দেখিয়েছিল—এইবার বাছাধনকে একটু ভূত  
দেখিয়ে দিতে হ'বে—

ভূতো ভয় পেলো বটে, কিন্তু দলের সবাই উৎসাহিত  
হ'য়ে উঠল।

তারা ভূতকে ঠালা দিয়ে তুলে বল্লে, যা না



## ক্ষণজন্মা

ভূতো—তুই ত' খবর দিয়েই খালাস। বেশ মজা হবে'খন। যেমন সেদিন আমাদের রাতিরে অন্ধকারের ভেতর ছুটিয়েছিল তার উচিত সাজা এইবার পাবে।

ভূতো কি আর করে দলকে ত' আর চটাতে পারে না শেষকালে নতুন কি ফ্যাসাদে ফেলবে! তার চাইতে মানে মানে খবরটা দিয়ে দেয়াই ভালো!

মুখখানা ছোট করে ভূতো উঠে গেল।

খোকা যা চেয়েছিল তাই।

হেড্‌ মাস্টার মশাই ভূতাকে বলেছেন—তাকে নিয়ে আজ রাতিরে রাজেনদের খালি বাড়ীতে প্রেতাত্মা দেখতে যাবেন।

ভূতো প্রায় কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বললে. এখন আমি কি করি বলত? কোন্‌ স্যাওড়! গাছ দেখিয়ে বল্‌ব—এইটেই রাজেনের প্রেতাত্মা?

খোকা তার পিঠটা ভালো করে চাপড়ে বললে, কোনো ভয় নেইরে. ভূতো—কাল রাতিরে দেখিস্‌ নি বটে, কিন্তু আজ তোদের রাজেনের প্রেতাত্মা দর্শন ঘটবে।

রামে মারলেও মারবে—রাবণে মারলেও তাই।

## ক্ষণজন্মা

একটু বেশী রাত হ'তেই ভূতো দুর্গা বলে হেড্, মাফ্টার মশাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাজেনদের বাড়ীর কাছে পৌঁছতেই ভূতোর বুকটা ভয়ে ছুর ছুর করতে লাগলো। ভূতের ভয়ে নয়—ভূত যদি দেখা না দেয় তারি দুশ্চিন্তায়।

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড।

উঠানের আমগাছের কাঁক দিয়ে চমৎকার জ্যোৎস্না পড়েছে। সে আলো-আঁধারির মাঝখানে ইহা উঁচু একটা দেহ হেঁটে বেড়াচ্ছে। কোনো মানুষ এত লম্বা হ'তে পারে না। দেহটা পা থেকে মাথা অবধি সাদা স্বব্ধবে কাপড়ে ঢাকা।

তারা দু'জনে আর একটু এগোতেই সেই লম্বা—বিরাট প্রেতাত্মাটি তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

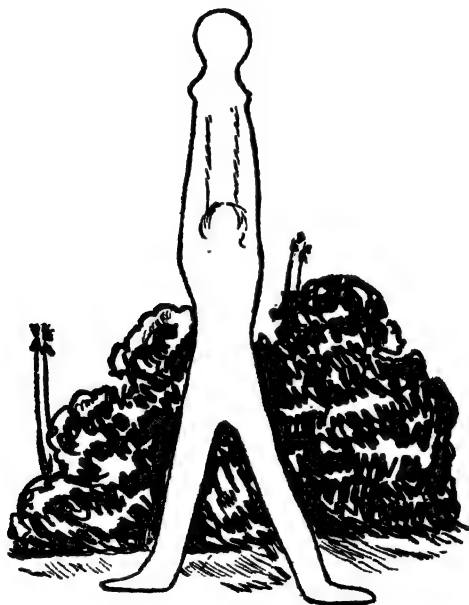
হেড্, মাফ্টারের চোখ তখনো সেদিকে পড়েনি। কিন্তু ভূতোর ততক্ষণে কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

সে হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ শব্দ করে শুধু আঙ্গুল দিয়ে সেই দিকটা দেখিয়ে দিলে !

সেই প্রেতাত্মার দিকে নজর পড়তেই এক ভীষণ চীৎকার করে হেড্, মাফ্টার মশাই ভূতকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দে লম্বা ছুট্।

## ক্ষণজন্মা

ভূতো প্রাণের ভয়ে তখন মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে ।  
সঙ্গে সঙ্গে প্রেতাত্মাটি খিল্ খিল্ করে বিকট হাসি  
হাসতে লাগলো ।



তারপর আরো আশ্চর্য্য ব্যাপার ! এক মূহূর্তের  
ভেতর দেহের ওপর থেকে সাদা কাপড়টা খসে পড়ে  
গেল ।

## ক্ষণজন্মা

দেখা গেল, খোকা মাথার ওপর দুটো হাত উঁচু করে একটা কলসী উপুড় করে ধরে রেখেছে। তার ওপর কাপড়ের ঢাকনি পড়ায়—কলসীর পেটটাকে দেখাচ্ছিল ভূতের মাথা—আর সমস্তটা নিয়ে প্রেতাত্মার দেহটাকে মনে হচ্ছিল বিরাট লম্বা।

এইবার মানুষ ভূতটা খিল্ খিল্ করে হেসে বললে, কিরে ভয় পেলি নাকি ?

ভূতো প্রথমটা কথা কইলে না, তারপর একটা ঢৌক গিলে বললে, মাটীতে পড়ে গিয়ে আমার নতুন জামাটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে—এর দাম দিতে হ'বে কিন্তু—হ্যাঁ তা' বলে দিচ্ছি—

---

## —উনিশ—

ভূতোর বোনের বিয়ে ।

দিন স্থির ।

গ্রামে একেবারে হৈ চৈ ।

বলুদিন বাদে আমোদ প্রমোদ করবার স্ত্রযোগ  
পাওয়া গেছে । ভূতোর সহপাঠী বন্ধুদের উৎসাহ সব  
চাইতে বেশী ।

তারা সবাই এখন থেকেই দল পাকিয়ে জটলা  
কচ্ছে' বিয়েতে কোন দলকে বায়না করা যায়—

কিন্তু যাত্রার নামে খোকা তেমন বেশী কিছু উৎসাহ  
দেখায় না । তারিকি চালে বল্লে, ওসব ছেলে  
ছোকরার কাজ ।

আমাদের ত' শুধু আমোদে মেতে থাকলেই চলবে  
না, লোক জনের খাওয়া দাওয়া যাতে ভালো হয়—  
সেদিকে নজর দিতে হবে—ভূতোর বোনের বিয়েও যা  
—আমাদের নিজের ছোট বোনের বিয়েও তাই । শুধু  
পাশ কাটিয়ে যাত্রা দেখে রাত জাগ্লে চলবে কেন !—  
কাজ করতে হবে সবাইকে—বুঝ্লে কাজ । খোকার  
মুখে এই ধরণের কথা শুনে সবাই অবাক হ'য়ে এ-ওর

## ক্ষণজন্মা

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো—তার এ স্মৃতি হ'ল কবে থেকে ?

পর দিন খোকাই অগ্রণী হ'য়ে ভূতোর বাপের কাছে গিয়ে বললে, ভূতোর বোনের বিয়ে ত' আমাদের নিজের বোনের বিয়ের মতো, আমরা ভূতোর বন্ধুর দল প্রাণ দিয়ে এ বিয়েতে ঋণে।

ভূতোর বুড়ো বাপ ব্যস্ত-বাগীশ লোক, টাকাওয়ালা মানুষ—কিন্তু কি দিয়ে কি করবেন কিছুই স্থির করতে না পেরে ভয়ানক উতলা হ'য়ে উঠেছিলেন।

খোকার কথা শুনে তিনি ভারী খুসী হ'লেন—হাতের মুঠোর ভেতর চাঁদ পাওয়ার মতো।

বললেন, বোসো বাবা—বোসো। তোমার কথা শুনে ভারী খুসী হ'লুম। এ ত' বাবা ছেলে ছোকরারই কাজ। ঋণে বৈ কি বাবা। তোমাদের হাতেই সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচবো।

তারপর সেই বুড়োর সামনে বসেই যে যার কাজ ভাগ করে নিলে।

খোকা নিলে—মিষ্টির ভাণ্ডার রক্ষা করবার ভার।

ত' একটি ছেলে চোখ টেপা-টেপী করে বললে,

এতক্ষণে খোকর এত কাজ করবার আগ্রহের কারণ বোঝা গেল।

এ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দলপতি হ'ল খোকা নিজে।

নিতাইয়ের ওপর ভার পড়েছিল মেছুগীরা যেখানে মাছ কুটবে সেইখানে বসে চোখ রাখা, যাতে কেউ মাছের টুকরো আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিতে না পারে।

আর বাঙার কাজ ছিল তারা যখন মাছ ধুতে ঘাটে যাবে—ও যাবে সঙ্গে সঙ্গে। পাছে ওখানে মেছুগীরা কোনো মাছ সরিয়ে ফেলে।

নিতাই আপন মনে বসে মাছ কোটা দেখছিল—বাঙা হস্তদন্ত হ'য়ে বসে বললে, পারিনে আর বাপু ওদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে!

নিতাই বললে,—তোরা আবার কি হ'ল? বাঙা চটে উঠে বললে, কি হ'ল? তারপর পায়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গলাটা আরো চড়িয়ে দিয়ে বললে, মাগীরা জলে নেমে ঘাট্‌লার ফাঁকে ফাঁকে মাছের টুকরো লুকিয়ে আসে। আগে থেকে লোক ঠিক থাকে—আমরা চলে আসতেই তারা জলে নেমে সেই মাছ তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়।

## ক্ষণজন্মা

—তাই এবার ষাটলার ওপর দাঁড়িয়ে না থেকে  
নিজেই নেমেছিলাম জলে, কিন্তু এক ব্যাটা কাঁকড়া  
এমন করে আঙ্গুলটা কামড়ে ধরলে যে, ছাড়ায় কার  
সাধ্য। দেখ্ত' কেমন রক্ত পড়ছে!

নিতাই বললে, তাই ত' রে। তা এক কাজ কর।  
খানিকটা গাঁদার পাতা হাতে ঘষে ঐখানটায় লাগিয়ে  
দে—এক্ষুণি রক্ত পড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে।

বাজ্ঞা বললে, তা' না হয় দিলুম, কিন্তু খোকা  
মেঠায়ের ভাগুরে বসে বসে কি কচ্ছে, সে একবার  
আমায় দেখতেই হ'বে।

তক্ষুণি স্রযোগও জুটে গেল। ভূতোর ছোট ভাই  
এসে বললে, বাজ্ঞাদা বাড়ীর ভেতর ঠাকুর মশাই স্নান  
করে উঠে জল খাবেন—মা বললেন কিছু কাঁচাগোল্লা  
আর মিহিদানা আন্তে—

ওদিকে ত' ভয়ানক ভীড়। কাস্তালী বিদায় হ'চ্ছে  
—তুমি একটা মালসায় করে খোকাদার কাছ থেকে  
এনে দাও না—

বাজ্ঞা বললে, আচ্ছা, তুই এখানে দাঁড়া, আমি নিয়ে  
আসছি—

ভীড় ঠেলে—ভাগুরে পৌঁছতেই খোকা বাজ্ঞাকে



দেখে উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। ভীড়ের দিকে উদ্দেশ্য করে বললে, এইবার তোমরা এখন যাও—ঠাকুর মশায়দের জল খাবার পাঠাতে হ'বে।

আন্তে আন্তে ভীড় কমে যেতে ঘর খালি হ'য়ে গেল।

তাড়াতাড়ি এক মালসা খাবার সাজিয়ে বাজার হাতে তুলে দিয়ে খোকা বললে, যা শিগ'গীর—ঠাকুর মশাই হয়ত বসে আছেন—

বাজা চোখ টিপে বললে, আরে থাকুন বসে এদিকে ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী জ্বলছে—দে ত' গোটা দুয়েক কাঁচা গোলা আমার মুখে পুরে—

খোকা জিব্ কেটে বললে, বলিস কি রে বাজা— সমস্ত মেঠায়ের ভার আমার ওপর। ভূতোর বাপের Slip ছাড়া একটি রসগোল্লাও আমি কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না—

বলে একরকম জোর করেই বাজাকে ঠেলে বাইরে বের করে দিলে।

খোকা এই সুরযোগেবই প্রতীক্ষা করছিল।

এতক্ষণ কাঙালী বিদায়ের গাধার খাটুনি খেটে— ক্ষিদেও বেশ জমে এসেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই।

## ক্ষণজন্মা

বুঝ্লে স্ত্রযোগ দু'বার আসে না—টপ্ করে এক  
থাবা মিহিদানা তুলে নিয়ে ঘেই মুখে পুরতে যাবে—  
ঠিক সেই মুহূর্তে ভূতোর বাবা এসে ভাঙারে ঢুকলেন।



খোকা তাড়াতাড়ি মুখটাকে কুইনি খাওয়ার মতো  
চেহারা করে বলে উঠ্লে—একেবারে এর দাম দেবেন

## ক্ষণজন্মা

না আপনি । মিহিদানা করে রেখেছে একেবারে  
তেতো বিষ । ভালো মানুষ পেয়ে আপনাকে ঠকাবার  
মতলব ! একটি পয়সা দেবেন না । বলেই হাতের  
মিহিদানা গুলো জান্‌লা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলে ।

খোকার কাণ্ড দেখে ভূতোর বাবা অবাক হ'য়ে তার  
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ।

— — — — —

## —বিশ—

একদিন চৌধুরী বাবু খোকাকে ডেকে বললেন, দেখ, তোমার বিরুদ্ধে নালিশ শুনতে শুনতে আমি একেবারে হয়রাণ হয়ে পড়লাম। গাঁয়ে আর তোমার থাকা চলবে না।

কলকাতায় যাও সেখানে গিয়ে—মাসীর বাসায় থেকে পড়াশুনা কর।

কর্তার এই আদেশ যখন অন্তর মহলে গিয়ে পৌঁছল—তখন শুরু হ'ল প্রলয়।

গিন্নী শয্যা নিলেন, বললেন, ও যদি আমার চোখের আড়ালে যায়—তবে আমি আত্মঘাতী হ'ব।

পিসীমা শুনে বললেন, ওমা ! এমন অলুক্ষুণে কথা ত' বাপের জন্মে কখনো শুনি-নি গো !

—দশটা নয়—পাঁচটা নয়—একমাত্র বংশের প্রদীপ—কুল-তিলক—তাকে সাত সমুদ্রের তের নদীর ওপার পাঠিয়ে ঘরে মন তিষ্ঠিবে কি করে ! হেই মা কালী তোমায় জোড়া মোষ মানত কচ্ছি, আমার ভাইয়ের মতি-গতি ভালো করে দাও !

ক্ষ্যান্ত কি জলন্ত উনুনে এক বাল্টি জল ঢেলে দিয়ে বললে, মরণ আর কি ! দুধের বাছা যাবে—বাড়ী ছেড়ে, আমাদের আবার পেটের জ্বালায় রান্না বান্না উঠছে। মরণও হয়না আমাদের ! এই বলে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলে।

খোকার দিদি বললে, আমি তোমায় বলে রাখছি ঠাকমা—খোকাকে যদি কল্কাতা পাঠিয়ে দেয়া হয়—আমিও আর কিছুতেই এখানে থাকবো না। যদি জোর করে ধরে রাখো, তবে গয়না-গাটি সাড়িজামা যা আছে সব বেঁধে পুকুরের জলে ফেলে দেবো।

বাইরের বাড়ী থেকে গোমস্তার দল অন্তরে এসে বললে—আমাদের জবাব দিয়ে দিন মা'ঠান, খোকাই যদি চলে গেল আমরা এ শূণ্য পুরীতে থাকতে পারবো না।

রাজ্যে এই বিদ্রোহের ভাব দেখে চৌধুরী মশাই ঘন ঘন গড়গড়ার নল টানতে লাগলেন।

যথা সময়ে খোকার চালা-চামুণ্ডা দলেও গিয়ে এ সংবাদ পৌঁছুলো।

তারা সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। খোকাই যদি চলে যায় ত' দল একেবারে কাণা ! কেইবা—তাদের দুষ্কৃমির রসদ জোগাবে !

## ক্ষণজন্মা

বোসেদের বাগানে চমৎকার এক কাঁদি মর্ন্তমান কলা পেকে আছে, খোকা না থাকলে তার সংব্যবহার করাও ত মুশ্কিল।

খোকা মাথা ঢুল্কে বল্লে, এক কাজ করলে হয়ত আমার যাওয়া বন্ধ হতে পারে।

সবাই লাফিয়ে উঠে বল্লে কি রে—কি ? খোকা তাদের সবাইকে ইসারা করে থামিয়ে দিয়ে বল্লে, চুপ্। তারপর ফিস্ ফিস্ করে জানালে—ভূতের ভয় বাবার বড্ড বেশী।

ভূতোর উৎসাহ সবার উপরে। বল্লে ভূত ? নাম আমার ভূতো—আমার মতো কেউ ভূত সাজতে পারবে না। কিন্তু কি করতে হবে আমায় বল।

খোকা বল্লে, চ্যাচাস্ নে ভূতো—আন্তে কথা বল—শোন—তুই ভূত সেজে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে লুকিয়ে থাকবি। সন্ধ্যার পর বাবা রোজ ওখানে বসে চিঠি পত্র লেখে। হঠাৎ পেছন থেকে মরা-কালা স্করু করবি—আর দেখতে হবে না—

সবাই মহা উৎসাহিত হয়ে উঠল। গদাই বল্লে, তা হ'লে কি হবে বলনা !

খোকা বল্লে, একে ত' বাবারও ভয়ানক ভূতের

ভয়—! তার ওপর—নিরালা সন্ধ্যায় মরা কান্না শুনে মনে করবে—নিশ্চয়ই—বাড়ীতে কোনো অমঙ্গল হ'বে। তখন কি আর আমায় বাড়ী ছেড়ে যেতে দেবে?

অনেক বুদ্ধি পরামর্শ করে তাই স্থির হ'ল।

সন্ধ্যার মুখে ভূতো এসে লুকিয়ে থাকবে—তারপর যা—যা ঘটবে—সে পরের কথা।

এদিকে চৌধুরী মশাই সেই দিনই খোকার কল্‌কাতা যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন।

অন্দরে বিপ্লব শুরু হ'তে পারে মনে করে আগে কিছু জানান নি। স্থির করেছেন সন্ধ্যার পর নৌকো করে রওনা করিয়ে দিলে পরের দিন সকালবেলা ঠিক সময় ও ঠীমার ধরতে পারবে।

ঠিক সন্ধ্যার সময় ভূতো এসে চুপি চুপি খোকার সঙ্গে দেখা করলে! খোকা তাকে নিয়ে—তাদের অন্ধকার বৈঠকখানায় ঢুকলো। কন্ঠা না এলে ত' চাকর ঘরে আলো জ্বালবে না।

সকালে দিনের আলোতে ভূতো খুব বড়াই করেছিল বটে, কিন্তু ঐ অন্ধকার ঘরে একা লুকিয়ে থাকতে সে তখন ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

## ক্ষণজন্মা

খোকা বলে, আচ্ছা, ভয় পাস্নি ভূতো, আমিও তোর  
সঙ্গে থাক্‌চি ।



ঘরে একটা লম্বা পর্দা ঝুলছিল—তু'জনে গুটি গুটি  
তারই আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল ।



## ক্ষণজন্মা

অনেকক্ষণ কাটিলো—নাঃ—কারো দেখা নেই !  
এদিকে মশায় কামড়ে তাদের দেহ ছটিকে বেশ পুরুষ্টু  
করে তুল্লো । তবু কেউ আসে না !

হঠাৎ—হ্যাঁ কে যেন আসছে—তার পায়ের শব্দ  
শোনা গেল ।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চৌধুরী মশায় । ওরা তৈরী হয়েই  
ছিল । ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছুঁজনের সে কী মরা  
কান্না !

\* \* \* \*

\* \* \* ৬

সেই শব্দ শুনে মূর্তিটি প্রথমটা একটু থমকে দাঁড়াল,  
তারপর গিয়ে পর্দা সরিয়ে ছুঁজনের কান পাকড়ে ধরল ।

চ্যাচামেটি শুনে বাড়ীর চাকরটা লঠন হাতে ছুটে  
আসতেই দেখা গেল ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই ভূতো  
আর খোকার কান পাকড়ে—হিড় হিড় করে ঘরের  
বাইরে নিয়ে আসছেন । কি কাজে তিনি চৌধুরী  
মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ।

ঠিক এই সময় চৌধুরী মশাইও কোথেকে বেড়িয়ে  
ফিরলেন ।

## ক্ষণজন্মা

তিনি চেষ্টা করে বলেন—হেডমাষ্টার মশাই,  
ভূতটাকে ছেড়ে দিন। আর আপনার ঐ গুণধর  
ছাত্রটির কাণ ছাড়বেন না। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত—  
একে বারে হিড় হিড় করে—তারই ওপর—

ক্ষণজন্মা খোকার গ্রামের লীলা খেলা সেইদিনই  
ফুরাল !



—শেষ—











